কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী
টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য
যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ৮ ভাদ্র - ১৪ ভাদ্র, ১৪২৫ ঃ ২৫ আগস্ট - ৩১ আগস্ট, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 44, 25 August - 31 August, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : স্কুল শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা টেট ঝুলে আছে

২০১৬ সাল থেকে। বিজ্ঞপ্তি আর আইনি লড়াইয়ে বারবার জটের গেরোয় আটকে গেছে টেটের ভাগ্য। আশা জেগেছিল এবার হয়ত শিক্ষকের শূন্যতা থেকে রক্ষা পাবে স্কুলগুলি। ফের মামলা করে সেই আশায় ছাই দিয়েছে উত্তীর্ণ কিছু প্রার্থী।

রবিবার : অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জলে ডুবে যাওয়া কেরলের

জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্র। সাহায্য আসছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এর মধ্যে কেরালার জন্য বিদেশি সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছে মোদী সরকার।

সোমবার : এজি বেঙ্গল রাজ্যের পাবলিক অর্ডারের অডিট করতে চায়। এর মধ্যে থাকবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ

ও তার পরিসংখ্যান রক্ষণাবেক্ষণ, আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রভৃতি। রাজ্য অবশ্য এই অডিট করাতে রাজি নয়।

মঙ্গলবার : রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয় নির্বাচনের পবিত্রতা রক্ষা করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে চায় শীর্ষ

আদালত। তাই শুনানি হলেও রায় ঘোষণা হল না। ঝুলে রইল ২০ হাজারের বেশি পঞ্চায়েতের ভাগ্য।

বুধবার : দুবার নয়। ডাক্তারিতে নিট পরীক্ষা বছরে একবারই হবে বলে জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় মানব

সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। গত মাসে মন্ত্রী দুবারের কথা বললেও তা হচ্ছে না। আগামী পরীক্ষা ৫ মে।

বৃহস্পতিবার : হায়! ভারত মাতা কি জয় ধ্বনি দিয়ে ভারতের

মাটিতেই বিপাকে পড়লেন কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। ঈদের দিন হজরতবাল মন্দিরে নামাজ পড়ার সময় তাঁকে হেনস্থা করে বিক্ষোভকারীরা।

শুক্রবার : টলিউডে সিরিয়ালের

শুটিং-এর অচলাবস্থা কাটল মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতায়। শিল্পীদের মজুরির নির্দিষ্ট তারিখও মিলেছে সব পক্ষের সভায়। ভবিষ্যত সমস্যা কাটাতে সকলকে নিয়ে একটি কমিটিও গড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

রায় বেরোতেই সভাধিপতি পদ পূরণে তৎপরতা তুঙ্গে

কুনাল মালিক

ত্রিস্তর নির্বাচনে আর কোনও পুনঃনির্বাচন হবে না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও আর কোনও সমস্যা থাকল না। গতকাল সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে রায় ঘোষণা করে দিয়েছে। তাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা নিষেধ রইল না। এখন জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। কে হবেন জেলার সভাধিপতি? কে হবেন সহকারী সভাধিপতি? এই নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। এবারের নতুন বোর্ডের ক্ষেত্রে সভাধিপতির আসনটি সাধারণের এবং সহকারী সভাধিপতির পদটি এসসি মহিলার জন্য সংরক্ষিত। দুবারের সভাধিপতি সামিমা শেখ এবারও কী ওই পদে থাকছেন? তাহলে সহকারী সভাধিপতি পদেও কোনও মহিলাকে বসাতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো একটা বৃহৎ জেলার দায়িত্ব কি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই মহিলার ওপর ন্যস্ত করবেন? তৃণমূল সূত্রের খবর এবার জেলা পরিষদের বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে চমক দেখা যাবে। সূত্রের খবর বজবজ-১ নম্বর ব্লকের ৮১ নম্বর আসন থেকে জয়ী শ্রীমন্ত বৈদ্য এবার সভাধিপতির দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে আছেন। আর সহকারী সভাধিপতির ক্ষেত্রে শচিরাণী নস্কর এবং মহামায়া নস্করের নাম বিবেচিত হচ্ছে। অন্য একটি সূত্র জানাচ্ছেন, জেলার পূর্বতন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহির সরদারও সভাধিপতি পদের জন্য আলোচিত হচ্ছেন। তবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত স্নেহধন্য এবং দক্ষ সংগঠক শ্রীমন্ত বৈদ্যর নামটাই বেশি উঠে আসছে। কারণ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত কর্মদক্ষতার মাধ্যমে পালন করেছেন শ্রীমন্ত বৈদ্য। আর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নতুন বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে এবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা প্রভাব থাকবে বলেই সূত্রের খবর। আবার অন্য একটি সূত্র জানাচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি লাগোয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে শেষ কথা বলবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রায় বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে পঞ্চায়েত গঠনের জোর তৎপরতা। ছবিতে মগরাহাটে গঠিত হল বিজেপির পঞ্চায়েত। তৃণমূলও গঠন করে ফেলেছে বেশ কিছু পঞ্চায়েত। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক সংঘর্ষও।

সাগর সঙ্গমে অটল অস্থি

সুদূর দিল্লি থেকে আগেই কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাণপুরুষ অটলবিহারী বাজপেয়ীর অস্থিকলস। কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগরে পৌঁছল সেই অস্থি। শুক্রবার সকাল থেকে পূজার্চনার পরে মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সাগর সঙ্গমে পূর্ণ সলিলে ভাসিয়ে দিলেন রাজ্যের বর্তমান সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং প্রাক্তন সভাপতি রাহুল সিংহ সহ রাজ্যের নেতৃত্ব।

- নিজস্ব চিত্র

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও পুর ঠিকা কর্মীদের বেতন বাড়ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা থেকে কলকাতা পুরসংস্থা এখনও 'বিশ বাঁও জলে।' দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায় ক্যাজুয়াল কর্মী ও ঠিকা কর্মীদের মাসিক বেতন ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। সেখানে কলকাতা পুরসংস্থা এদের মাসিক বেতন দেয় মাত্র সাড়ে ছ'হাজার টাকা। তাও আবার প্রতি মাসের মাসিক বেতন প্রতি মাসে পায় না। এক একবার ছ' মাসের বেতন একসঙ্গে দেওয়া হয়।

কলকাতা পুরসংস্থার 'ক্যাজুয়েল মজদুরে'র সংখ্যা কত? নিকাশি বিভাগের ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনে আছেন ৯০০ জন, নিকাশি যান্ত্রিক বিভাগে আছেন ৩৪০ জন। মোট ১২৪০ জন। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১৭১৫ জন, পানীয় জল দফতরে আছেন ৬৪ জন ও উদ্যান বিভাগে আছেন ২১৮ জন। এদের মাসিক বেতন নির্ধারণ কী নিয়মে হয়? পুর মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারির সার্কুলার : ০২.২০১৮-০৪.০৪.২০১৮ অনুযায়ী এদের মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয়। এরা ইএসআই এবং পিএফ-এর অন্তর্ভুক্ত কী? হ্যাঁ। এবার আসি, কলকাতা পুর সংস্থায় ঠিকা মজদুরের সংখ্যা কত? কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দফতরে আছেন ২৮১১ জন। এই দুর্মূল্যের বাজারে এদের মাসিক বেতন বৃদ্ধির পরিকল্পনা কী? বছরে দু'বার এদের বেতন বৃদ্ধি পায়। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী এদের মাসিক বেতন ১৮ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কী? পুর বামফ্রন্ট নেত্রী বেহালার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদারের এই প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বেতন কমিশনের সুপারিশ এলেই বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।' বামফ্রন্ট নেত্রী এই ঐতিহাসিক অধিবেশন কক্ষে জানান, আমি দীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ কলকাতা পুরসংস্থার পুর প্রতিনিধি কখনও বরো অধ্যক্ষা ছিলাম। তাই আমি যতোটুকু জানি, এই ক্যাজুয়াল কর্মীরা ইএসআই ও পিএফ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই কন্ট্রাকচুয়াল ও ক্যাজুয়াল কর্মীদের মধ্যে তফাৎটা হল ক্যাজুয়াল কর্মীরা ইএসআই ও পিএফ-এর যুক্ত নন। তারা মাসে ২৬ দিন কাজ পায়, তাতে তাদের কোনও ছুটি নেই এবং তারা ছুটি নিলেই তাদের মাসিক বেতন থেকে ওই দিনের বেতন কেটে নেওয়া হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

মিনারেল ওয়াটারের নামে পুকুরের জলের রমরমা কারবার

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগণা : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সবকটি ব্লকই এমননিতেই আর্সেনিক প্রবণ। পানীয় জল স্বাভাবিকভাবেই জেলাবাসীর কাছে একটা আতঙ্কের বিষয়। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও মিনারেল ওয়াটারের নাম করে রমরমিয়ে চলছিল বেআইনি জলের কারবার। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণার গাইঘাটার রামপুর থেকে রামপ্রসাদ সরকার নামে এরকমই এক কারবারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় একটি পুকুরের জল তুলে বোতলে ভর্তি করে 'মিনারেল ওয়াটার' বলে দিব্যি তা চালানো হচ্ছিল বাজারে। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ডিইবি) গাইঘাটা থানাকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে কারখানাটির হদিশ পায়। পুলিশের তরফ থেকে কারখানাটি সিল করার পাশাপাশি এই কারবারে জড়িত অন্যান্যদেরও খোঁজ করছে পুলিশ। অভিযোগ, একটি বাড়িতে কারখানা ফেঁদে প্রায় বছর দুয়েক ধরে চলছিল এই বেআইনি পানীয় জলের কারবার। কারখানার পাশেই একটি পুকুর। পুকুরের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু পাইপ। যা ওই ঘর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পুলিশের অনুমান, এই পুকুরের জলই পাইপ লাইনের মাধ্যমে তুলে নিয়ে তা পানীয় জল হিসাবে তৈরি করা হতো। আর এই কাজের জন্য কারখানাটির কোনও সংশ্লিষ্ট সরকারি অনুমোদন ছিল না বলে ডিইবি ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর জলভর্তি জার, খালি জার সহ কেমিক্যাল উদ্ধার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে একটি গাড়িও। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়, পানীয় জলের ব্যবসা করতে গেলে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন অনুমোদন দরকার।

এরপর পাঁচের পাতায়

সারলো কল, স্বস্তিতে ছাত্রীরা

আলিপুর বার্তার খবরের জের

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাইকিশোরী দত্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের সদ্য নির্মিত কলটি বিগড়ে গেছে তার খবর প্রকাশিত হয়েছিল গত ১৮ আগস্টের আলিপুর বার্তায় প্রথম পাতায়। শনিবার এলাকায় সবেমাত্র কাগজ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রবিবারেই প্রশাসনের কল সারানোর এই উদ্যোগে, বিদ্যালয় থেকে এলাকাবাসী খুশি। কলের জল পড়ছে না। এই খবর যে আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত হতে চলেছে তা স্থানীয় সাংবাদিক মারফত প্রধানের কাছে আগেই চলে যায়। তাই বোধ হয় প্রশাসন তৎপর হয়। এই প্রসঙ্গে বছর দশেক আগের এক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাস্তার ধারে প্রাকৃতিক কর্ম করত সার দিয়ে। এলাকার সব বিদ্যালয়ে তখন বাথরুম হয়ে গেছে কিন্তু রাইকিশোরী

দত্ত বিদ্যালয়ে বাথরুম ছিল না। প্রশাসন নির্বিকার ছিল। একদিন ছাত্রছাত্রীদের প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়া ছবি সহ খবর প্রকাশিত আলিপুর বার্তায়। তার দুদিন পরেই কনট্রাক্টর স্কুলে এসে বাথরুম তৈরি শুরু করে। ঠিকাদারের বক্তব্য ছিল, ৪ বছর আগে সে বাথরুমের ওয়ার্ক অর্ডার পেয়ে ছিল, কিন্তু বর্তমানে মেটিরিয়ালের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য নাকি কাজ করছিল না। এইভাবে ঠিকাদারদের গাফিলতিতে যাতে উন্নয়ন থেমে না যায় তার খবর প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে চলেছে নিরলস ও নিরপেক্ষভাবে আলিপুর বার্তা।

মরু চাষের কুফল কেরলের বিপর্যয় : গবেষক

শক্তিভূষণ সরকার

কেরালাকে আমরা চিনি দেশে বর্ষা প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ হিসাবে। মৌসুমী বায়ুর বর্ষা প্রথমে আসে কেরালা তারপর ছড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র। মৌসুমী প্রবেশের শুরুতে এবং ফেরার শেষে সান্বা ও থালাডি নামের বৃষ্টি হয় কেরলে। সেখানকার চাষবাসের ম্যাপও তৈরি হয় এই দুধরনের বৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই।

বর্ষা আগমনীর ভূমি সেই কেরল ভয়াবহ বর্ষা বিপর্যয়ের মুখোমুখি। নাছোড়বান্দা বৃষ্টির জেরে কেরালাকে গ্রাস করেছে বিপুল জলরাশি। জনজীবন, পরিকাঠামো সব চুরমার হয়ে গিয়েছে। 'ঈশ্বরের দেশ' কেরল আজ সাহায্যপ্রার্থী। কিন্তু কেন? শুরু হয়েছে চর্চা, গবেষণা। বাংলা বর্ষার জন্য হা পিত্যেশ করলেও বর্ষার প্রবেশদ্বার কেরলে এত বৃষ্টি কেন? যে বৃষ্টি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার কথা সেই বৃষ্টি কেরালা আটকে রইল কি কারণে? যে যার মতো করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন আবহাওয়াবিদ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক গবেষণা পত্রে এই বিপর্যয়ের তথ্য মিলেছিল আগেই। তিনি সারা ভারতের যে আবহাওয়া বিপর্যয় চলছে তাকে থর মরুতে চাষের সরকারি পরিকল্পনার কুফল বলেই মনে করেন।

কেরালা তুলনামূলক বেশি বৃষ্টিপাতের দেশ। খুব সোজা ভৌগোলিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাংলার চৈত্র-বৈশাখের কালবৈশাখীর সময় কেরালায় প্রচুর মেঘ ভিড় করে আসে। আরবসাগর, বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর থেকে কাতারে কাতারে মেঘেরা ছুটে আসে কেরল সহ দাক্ষিণাত্যের স্থলভাগে। রাজস্থানের থরে সুগঠিত নিম্ন চাপের কেন্দ্র কিন্তু (L) টেনে নিতে থাকে মেঘপুঞ্জকে। মেঘেরা দল বেঁধে বৃষ্টি দিতে দিতে ভারতের দাক্ষিণাত্য বেয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়ে বাংলা ও ত্রিপুরার পূর্বাঞ্চল হয়ে উত্তর, উত্তর পূর্ব দিকের হিমালয় অববাহিকায় বৃষ্টি দিতে দিতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তরাই ছুঁয়ে রাজস্থানে গিয়ে মরু বক্ষে জল শূন্য হয়ে আছড়ে পড়ে। রাজস্থানের মরু বক্ষ লাটাইয়ের মতো মেঘেদেরকে গোটা ভারত উপমহাদেশে অমৃতবারি সিঞ্চন করে। আষাঢ়ে পশলা ও শ্রাবণে ধারা বৃষ্টি হয়ে বর্ষাকালের বৃষ্টির জল যোগায়।

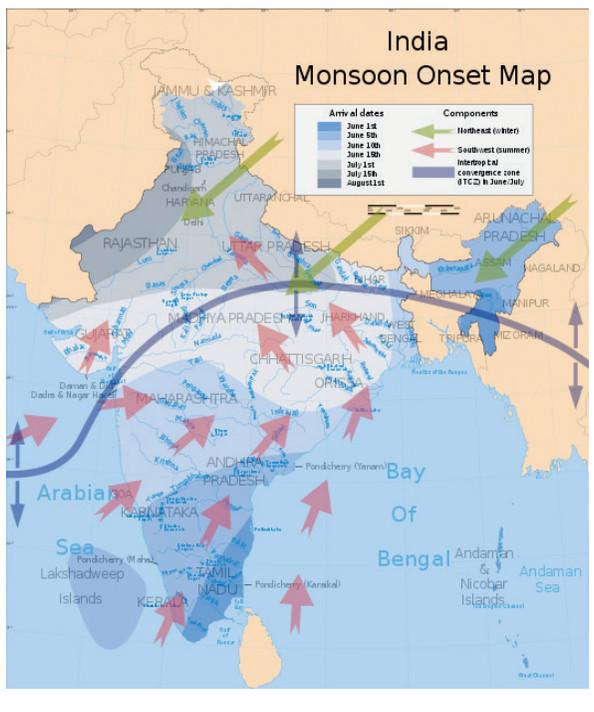

রাজস্থানের থর ও তিন দিক বেষ্টিত হিমালয় পর্বতমালার যৌথ উদ্যোগেই ভারতের জলবায়ুতে বর্ষা নামে। মরুভূমি প্রকৃতির ব্লাস্ট ফার্নেস। এই ব্লাস্ট ফার্নেস আজ মৃত। সরকার আত্মঘাতী কাজ করে মরু চাষের মাধ্যমে ফার্নেসের আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। তাই আগের মতো পশ্চিম রাজস্থান আর তেতে ওঠে না। বরং রাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চল আত্যন্তিক সেচের জন্য আগের চেয়ে শীতল হয়ে গেছে। এ কারণে মৌসুমীর অপমৃত্যু ঘটেছে। কেরলের উপকণ্ঠে মেঘেরা আগের মতো আর টান অনুভব করতে পারছে না, সমুদ্র থেকে জল তোলে আর ঢালে। এই ভাবে ঘ্যান ঘ্যান বৃষ্টি দিয়ে নাছোড়বান্দা বৃষ্টির কেন্দ্রভূমি হয়ে কেরল ডুবেছে। যথার্থ বর্ষার বৃষ্টির ঢল গোটা ভারতে হয়নি। বাংলা, বিহার সহ উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশের ব্যাপক জলরাশি নিয়ে মেঘেরা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী নামের পথ বেয়ে আসতে পারে নি। তাছাড়া বিপ্রতীপ মৌসুমী বায়ুর সাড়াশি আক্রমণে গামছা নিঙরানোর মতো অবস্থায় কেরলে আত্যান্তিক বৃষ্টি হয়েছে। মরুচাষের কুফলের ছোবলে কেরল ডুবেছে।

পারের বালাই/ ১০
তিনের পাতায়
দেশ দেশান্তরে
চারের পাতায়
মহানগরের খবর
ছয়ের পাতায়

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 44, 25 August - 31 August, 2018

শেয়ার বাজার সোনার খনি না খোঁয়াড়?

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

এমনিতে অর্থ বাজারে টাকা করা মোটেই চাট্টিখানি কথা নয়। কখন কোন স্টক বা সেক্টর দৌড়াবে তা আগাম বলা সম্ভব নয়। এই যেমন চিনি বা অ্যাভিয়েশন সেক্টর ভারতের বুকে হঠাৎ করে এমনভাবে জেগে উঠবে তা আগে কি বোঝা গিয়েছিল। হয় কি যখন কোনও সেক্টর বাড়ে প্রথমে তার আন্দাজ পাওয়া যায় না। আর যখন মনে হয় এই জায়গাতে টাকা খাটালে ভালো হয় তখন তার জ্বালানি প্রায় নিস্তেজ হতে চলেছে। এর ফলে কি হয়, সাধারণ ট্রেডাররা ফেঁসে যান অনেক উচুতে প্রোডাক্ট কিনে। কিছু করার নেই সাধারণ জ্ঞান নিয়ে তো আর ব্রেকিং নিউজ বা কোম্পানির অন্দরের হালহকিকৎ জানা যায় না। এর জন্য অনেক সময় প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞদের। যারা কোম্পানিদের হাঁড়ির খবর রেখে থাকেন। তাও সবসময় এদের হাত ধরে রক্ষা পাওয়া যায় তা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এদের পূর্বাভাসও সেভাবে মেলে না। আসলে শেয়ার বাজারটাই এইরকম। এর গতিপ্রকৃতি বোঝা খুবই দুষ্কর।

এমনিতে শেয়ার বাজার নামটা শুনলেই বহু মানুষ মুখ বেজার করে বলে দেন ওটা একটা জুয়োর আড্ডা। কিংবা সাধারণ মানুষের জন্য যেন এই বাজার নয় । ভাবগতিক এমন থাকে যেন তারা বিশাল বোদ্ধা । অন্য কোথাও থেকে নিজেদের রোজগারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতেও যথেষ্ট পারদর্শী । আদতে কিন্তু তা নয় । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই মানুষেরা বোকার মতো বাজারে ট্রেড করতে গিয়ে লোকসান করে বসে আছেন । আর তারপরেই তাদের ধারণা হয়ে যায় এই বাজার জুয়োখানা । অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত লাভ হচ্ছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। লোকসান হলেই সব গণ্ডগোল। আগে পিছু না ভেবে তখন এই আর্থিক বাজার সম্পর্কে রাশি রাশি নেতিবাচক মন্তব্য করে বসা। আসলে সঠিক পড়াশুনা এবং যথার্থ যথার্থ শিক্ষার অভাবে এই ধরণের খারাপ মন্তব্য করে বসেন কিছু মানুষ। নিজেদের আবেগের দ্বারা একপ্রকার বশীভূত হয়ে পড়েন তারা। খাতায় কলমে এরা হয়তো অনেক শিক্ষিত। কিন্তু অর্থনীতি সম্পর্কে এদের চেতনা অত্যন্ত কম। যা এদের শেয়ার বাজার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করে। একটু চিন্তা করে দেখলে দেখা যায় এই সংখ্যক মানুষের সংখ্যা এখন অনেকটাই কমে আসছে। বরং বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন অনেকেই শেয়ার বাজার সম্পর্ক আগ্রহ অনুভব করছেন।

এটা ঠিক বাজারে যখন তেজি বা লাভজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন কিছু খরিদ্দারের বাড়তি আমদানি ঘটে। এটা এই বাজারের চিরাচরিত রীতি।তবে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল হালফিলে শেয়ার বাজারে সঠিক পড়াশুনায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান ট্রেডারের আগমণ ঘটছে। যা দেশের অর্থনীতি তথা সমগ্র জাতির ভবিষ্যতের পক্ষেই আশাব্যঞ্জক। এই অংশ মোটেই বলে না যে শেয়ার বাজার জুয়ো খেলার আড়ত। বরং এদের মতে শেয়ার বাজার হল দেশের আর্থিক উন্নয়নের সূচক। যার রমরমা দেশের উন্নয়নকেই ত্বরান্বিত করে। এরা জানে কোনও শেয়ার কিনলেই তাতে লাভ পাওয়া যায় না। বরং ভালো দ্রব্য উপযুক্ত সময়ে ধরতে পারলে এবং ধৈর্য্য বজায় রাখতে পারলে লাভের ফসল অতি অবশ্যই ঘরে তোলা সম্ভব। তাছাড়া এখন ভারতীয় শেয়ার বাজার কর্মসংস্থানের পক্ষেও অত্যন্ত উপকারী স্থান। প্রচুর ছেলে মেয়ে বিভিন্ন ব্রোকারি ফার্মে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। শেয়ার বাজারে যারা ট্রেড করে অর্থাৎ কম্পিউটরের সামনে বসে বেচাকেনার কাজ করে তাদের বলে ডিলার। শেয়ার ডিলার হওয়ার জন্য সেবি ভারতীয় শেয়ার বাজারে এনসিএফএম নামক বিশেষ পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থাও করেছে। তার ওপর এদেশে ক্রমশই শেয়ার মার্কেটের প্রতি আসক্তি বাড়ছে। যেসব রক্ষণশীলতার কবচধারী মানুষ এই বাজারকে তুলোধনা করতেন তাদের এখন ঢোক গিলতে হচ্ছে চিটফান্ডের প্রশ্ন উঠলে। আসলে পাড়ার মাতব্বর গোছের এই ভদ্রলোকেরা মুখে শেয়ার বাজারকে অকথা–কুকথা বলতেন, এখানে ট্রেড করতে গিয়ে অবিবেচকের মতো ভুল–ভাল জিনিস কেনার মাশুল গোনায়। অথচ সেই অংশের মানুষই আবার অতিরিক্ত লোভের আশায় চিটফান্ড নামক মরণকলে টাকা রেখেছিলেন। শেয়ার বাজারকে গাল পাড়ার সময়ে এদের একাবারও মনে হয়নি যে যদি তারা ভালো কোম্পানির শেয়ার (যেমন ব্যাঙ্ক, সরকারি–বেসরকারি নামি সংস্থা) ধরতেন তাহলে কিছুদিন তাদের টাকা যদিও বা নিচে পড়ে থাকতো, অবশেষে লাভের মুখ দেখা যেত। কিন্তু চিটফান্ডে টাকা রেখে এরাই সর্বস্ব হারিয়েছেন। একবারেও ভেবে দেখেননি যে শেয়ার বাজারে যেসব কোম্পানির পণ্য কেনাবেচা হয় তারা সরকার তথা সেবি অনুমোদিত। অথচ সম্পূর্ণ বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থায় টাকা রাখতে গিয়ে ডুবে গেলেন এরা।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ৮০৪৩ শিক্ষক-শিক্ষিকা, লাইব্রেরিয়ান

প্রাইমারি ও ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচারের ক্ষেত্রে সি–টেট পাশ করে থাকতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮,০৪৩ জন প্রাইমারি টিচার, প্রাইমারি মিউজিক টিচার, ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (টিজিটি), পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার (পিজিটি) এবং লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন। এটি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। দেশ জুড়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের অধীন বিভিন্ন স্কুলে নিয়োগ হবে। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর ১৪।

পিজিটি নিয়োগ করা হবে এই সমস্ত বিষয়ে : ইংলিশ, হিন্দি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইকনমিক্স, কমার্স, ম্যাথস, বায়োলজি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি ও কম্পিউটার সায়েন্স। টিজিটি নিয়োগ করা হবে এই সমস্ত বিষয়ে : ইংলিশ, হিন্দি, সোশ্যাল স্টাডিজ, সায়েন্স, সংস্কৃত, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্যাল অ্যান্ড হেলথ এডুকেশন, আর্ট এডুকেশন, ওয়ার্ক এডুকেশন।

প্রাইমারি টিচার : শূন্যপদ ৫,৩০০টি (সাধারণ ২,৬৭২, তফসিলি জাতি ৭৯৮, তফসিলি উপজাতি ৩৯৯, ওবিসি ১,৪৩১)। প্রতিবন্ধীদের জন্য ৮০টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন বা ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (স্পেশ্যাল এডুকেশন) কোর্স পাশ করে থাকতে হবে অথবা বিএলএড ডিগ্রি থাকতে হবে। অথবা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক, সঙ্গে বিএড। সিবিএসই আয়োজিত সেন্ট্রাল টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট পাশ করে থাকতে হবে। ইংরেজি ও হিন্দিতে পড়ানোর দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা।

প্রাইমারি টিচার (মিউজিক) : শূন্যপদ ২০১টি (সাধারণ ১০১, তফসিলি জাতি ৩১, তফসিলি উপজাতি ১৪, ওবিসি ৫৪)। এর মধ্যে অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিউজিকের ডিগ্রি। ইংরেজি বা হিন্দিতে পড়ানোর দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান তাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা।

ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার : বিষয় অনুসারে শূন্যপদ : ইংলিশ : শূন্যপদ ২৭০টি (সাধারণ ১৩৭, তফসিলি জাতি ৪০, তফসিলি উপজাতি ২১, ওবিসি ৭২)। এর মধ্যে ৪টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইংরেজি একটি বিষয় হিসেবে নিয়ে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। ইংরেজিতে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। ডিগ্রির তিন বছরই ইংরেজি একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে।

হিন্দি : শূন্যপদ ২৬৫টি (সাধারণ ১৩৪, তফসিলি জাতি ৪০, তফসিলি উপজাতি ২০, ওবিসি ৭১)। এর মধ্যে ৪টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : হিন্দি একটি বিষয় হিসেবে নিয়ে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। হিন্দিতে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। ডিগ্রির তিন বছরই একটি বিষয় হিসেবে হিন্দি পড়ে থাকতে হবে।

সোশ্যাল স্টাডিজ : শূন্যপদ ৪৩৫টি (সাধারণ ২১৯, তফসিলি জাতি ৬৫, তফসিলি উপজাতি ৩৩, ওবিসি ১১৮)। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৭টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ এই বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও দুটি নিয়ে স্নাতক : ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এর মধ্যে একটি বিষয় হিসেবে ইতিহাস অথবা ভূগোল থাকতেই হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে ৫০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে।

সায়েন্স : শূন্যপদ ২৯০টি (সাধারণ ১৪৬, তফসিলি জাতি ৪৪, তফসিলি উপজাতি ২২, ওবিসি ৭৮)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বরসহ কেমিস্ট্রি, বটানি ও জুলজি নিয়ে স্নাতক। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতেও ৫০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে।

সংস্কৃত : শূন্যপদ ১২৪টি (সাধারণ ৬১, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি উপজাতি ৯, ওবিসি ৩৬)। এর মধ্যে অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ২টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ সংস্কৃত একটি বিষয় হিসেবে নিয়ে স্নাতক। সংস্কৃতে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

ম্যাতমেটিক্স : শূন্যপদ ১৯৫টি (সাধারণ ৯৬, তফসিলি জাতি ৩৪, তফসিলি উপজাতি ১৪, ওবিসি ৫১)। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ অঙ্ক একটি বিষয় হিসেবে নিয়ে স্নাতক। স্নাতকস্তরে এইসব বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও দুটি পড়ে থাকতে হবে : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স ও স্ট্যাটিস্টিক্স। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ে ৫০ শতাংশ করে নম্বর থাকা চাই।

ফিজিক্যাল অ্যান্ড হেলথ এডুকেশন : শূন্যপদ ৯৭টি (সাধারণ ৪৫, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ৩১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্যাল এডুকেশনের ডিগ্রি বা সমতুল।

আর্ট অ্যান্ড এডুকেশন : শূন্যপদ ১০৭টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ৩৪)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাত যোগ্যতা : ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং বা স্কাল্পচার বা গ্রাফিক আর্টে ৫ বছরের ডিপ্লোমা বা সমতুল। সঙ্গে হিন্দি বা ইংরেজিতে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

ওয়ার্ক এডুকেশন : শূন্যপদ ১১৭টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৯)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি, দৃষ্টি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি। অথবা উচ্চমাধ্যমিক এবং সেইসঙ্গে ৩ বছরের কোর্সে ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমাধারীরাও আবেদন করতে পারেন। কাজ চালানোর মতো হিন্দি ও ইংরেজি জানতে হবে। কোনও স্বীকৃত ওয়ার্পশপ বা প্রতিষ্ঠানে ১ বছর হাতে–কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ও কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

কাজের খবর

ফিজিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশন, আর্ট এডুকেশন ও ওয়ার্ক এডুকেশন ছাড়া উপরোক্ত বাকি সবক'টি পদের ক্ষেত্রেই এনসিইআরটি–র রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশন থেকে চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড ডিগ্রি কোর্স পাশ করে থাকলেও আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং মোট ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা চাই। বিএড ডিগ্রি থাকতে হবে। সিবিএসই আয়োজিত সেন্ট্রাল টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট পাশ করে থাকতে হবে। সবক্ষেত্রেই হিন্দি ও ইংরেজিতে শিক্ষাদানের দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা।

পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার : বিষয় অনুসারে শূন্যপদ : ইংলিশ : শূন্যপদ ৫৫টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৮)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ হিন্দিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলেও দরখাস্ত করা যাবে, সেক্ষেত্রে স্নাতকস্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে হিন্দি পড়ে থাকতে হবে।

ফিজিক্স : শূন্যপদ ৫৪টি (সাধারণ ২৫, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এইসব বিষয়গুলির যে কোনও একটিতে : ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ও নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

কেমিস্ট্রি : শূন্যপদ ৬০টি (সাধারণ ২৯, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৭)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ কেমিস্ট্রি অথবা বায়োকেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

ম্যাথস : শূন্যপদ ৫৭টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৬)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ম্যাথমেটিক্স অথবা অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বায়োলজি : শূন্যপদ ৫০টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১৪)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিষয়গুলির যে কোনও একটিতে : বটানি, জুলজি, লাইফ সায়েন্সেস, বায়োসায়েন্সেস, জেনেটিক্স, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োটেকনোলজি, মলিকিউলার বায়োলজি ও প্ল্যান্ট ফিজিওলজি। স্নাতকস্তরে বটানি ও জুলজি পড়ে থাকতে হবে।

হিস্ট্রি : শূন্যপদ ৫৬টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৫)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

জিওগ্রাফি : শূন্যপদ ৬১টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ২০)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ভূগোলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

ইকনমিক্স : শূন্যপদ ৫৬টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৬)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ইকনমিক্স, অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স বা বিজনেস ইকনমিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

কমার্স ; শূন্যপদ ৪৫টি (সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১০)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ কমার্সে মাস্টার্স ডিগ্রি। অ্যাপ্লায়েড বা বিজনেস ইকনমিক্সে এম কম ডিগ্রিধারীরা আবেদন করবেন না।

কম্পিউটার সায়েন্স : শূন্যপদ ৪৬টি (সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৪)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ কম্পিউটার সায়েন্স অথবা আইটিতে বিই অথবা বিটেক বা সমতুল ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। অথবা যে কোনও শাখায় বিই বা বিটেক এবং সঙ্গে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটারের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। অথবা কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমসিএ বা কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি। অথবা বিসিএ বা কম্পিউটার সায়েন্সে বিএসসি এবং সঙ্গে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়য় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা কম্পিউটারে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ডোয়েকের 'বি' লেভেল সার্টিফিটেধারীরা যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে আবেদন করতে পারবেন। যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েটরা 'ডোয়েক সি' লেভেল কোর্স করে থাকলেও আবেদনের যোগ্য।

পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রেই হিন্দি ও ইংরেজিতে শিক্ষাদানের দক্ষতা থাকা চাই। কম্পিউটার সায়েন্স ব্যতীত বাকি সব কটি পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে কাজ করার দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। বিএড থাকা বাধ্যতামূলক। বিজ্ঞানের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এনসিইআরটি–র রিজিওনাল কলেজ অব এডুকেশন থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২ বছরের ইন্টিগ্রেটেড এম এসসি ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারবেন। কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে বিএড না থাকলেও আবেদন করা যাবে। তবে পরবর্তী প্রোমোশনের জন্র বিএস করে নিতে হবে।

বয়স : ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন ক্রম : ৪৭,৬০০–১,৫১,১০০ টাকা।

লাইব্রেরিয়ান : ৫০টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৪)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : লাইব্রেরি সায়েন্সে স্নাতক অথবা যে কোনও বিষয়ে স্নাতক, সঙ্গে লাইব্রেরি সায়েন্সে ১ বছরের ডিপ্লোমা। সঙ্গে হিন্দ ও ইংরেজিতে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। কম্পিউটারে প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৪৪,৯০০–১,৪২,৪০০ টাকা।

সবক্ষেত্রেই ৩০–৯–২০১৮ তারিখে নির্দিষ্ট বয়স থাকতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও শিলিগুড়ি।

লিখিত পরীক্ষায় ১৫০ নম্বরের অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল হিন্দি, জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, রিজনিং এবিলিটি, কম্পিউটার লিটারেসি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগগি ও মিউজিকোলজি বিষয়ে। সময়সীমা দেড় ঘন্টা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.kvsangathan.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। ২৪ অগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো, সই এবং আঙুলের ছাপ আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ১,০০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। পরে কাজে লাগবে। বিষদ তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ আগস্ট – ৩১ আগস্ট, ২০১৮

মেষ : উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ রয়েছে গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সপ্তাহের শেষের দিন থেকে শুভফলের যোগ রয়েছে। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে।

বৃষ : মানসিক দৃঢ়তার জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সমর্থ হবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। দায়িত্বমূলক কাজের জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভফলের কারক। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেও সাফল্য।

সিংহ : মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর হবেন না। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কন্যা : বহু বাধা বিঘ্ন আসা সত্ত্বেও আপনি জয়লাভ করবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন শুভফল পাবেন না। বেকারত্বের অবসান ঘটবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ হবে।

তুলা : লেখাপড়ায় ভালফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। বুদ্ধি ভ্রংশের ফলে ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। জ্বর পীড়াদির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলের কারক শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্য পাবেন।

ধনু : উন্নত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে। সাবধানে চলবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে অনেক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে হবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ঠান্ডাজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটবে। দায়িত্ববহুল কাজে অগ্রসর হবেন। শত্রুতার যোগ।

কুম্ভ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। এই সময় মান–সম্মান যথেষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সাথে সাবধানে মিশতে হবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় সাবধান থাকবেন।

মীন : লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। খাওয়া দাওয়া সাবধানে করতে হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলুন।

শব্দবার্তা ৯৩

১		২		৩	■	৪	■
	■		■		■	৫	
	■	■	৬		৭		■
৮		৯	■	■		■	১০
	■		■	■	১১		
■	১২		১৩		■	■	
১৪		■		■	১৫	■	
■		■	১৬				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। আমবিশেষ ৫। বচন ৬। থরথর করে কাঁপছে এমন ৮। সহসা এবং সজোরে ১১। সমুদ্র ১২। দক্ষিণ ভারতীয় এক খাবার ১৪। ধরন, রূপ ১৬। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বিখ্যাত কবিতা।

উপর–নীচ

১। (আল.) জটিল সমস্যা ২। বিষ্ণুপত্নী ৩। দেহের শক্তি ও সামর্থ্য ৪। জীবিকা ৭। একটি রঙ ৯। লেপ বা বালাপোশ ১০। নতুন চাষ করা হয়েছে যা ১২। গরিব ১৩। বকের সারি ১৫। 'আমার — যে যায়'।

সমাধান : শব্দবার্তা ৯২

পাশাপাশি : ১। রুজি রোজগার ৬। সম্বল ৭। অফলন ৯। কানকাটা ১১। সংশয় ১২। বরবটি ১৪। কৃশর ১৬। গজরগজর।

উপর–নীচ : ২। জিরাফ ৩। জমিন ৪। সার ৫। বোলকাটাকাটি ৭। অলসপ্রকৃতি ৮। লঙ্কেশ ১০। নগর ১২। বছর ১৩। বরজ ১৫। রগ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম সাজাহান লস্কর(২০)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ক্যানিং–গদখালি রোডের কালীডাঙা তে। মৃত যুবকের বাড়ি বাসন্তী থানার রাধাবল্লভপুর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে ঈদের নামাজ পড়ে কুরবানীর মাংস নিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে বাইকে করে মাসির বাড়ি যাওয়ার সময় আচমকা গদখালিগামী দ্রুতগতির একটি বাস সজোরে সাজাহানকে ধাক্কা মারলে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে। স্থানীয় লোকজন ওই যুবককে উদ্ধার করে বাসন্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর উত্তেজিত জনতা বাসটিকে ধরে ভাঙচুর করে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বাসের চালক,কন্ডাক্টর ও খালাসি পলাতক। খুশির ঈদে এমন ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

লাইটপোস্টে অটোর ধাক্কা, মৃত ১ আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা ঃ রাস্তার পাশে ইলেকট্রিক লাইট পোস্টে একটি অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারলে অটো চালকের মৃত্যু হয় এবং অপর দুই যাত্রী গুরুতর জখম হন।মৃত অটো চালকের নাম আজিজুল ইসলাম সরদার(২৭) তার বাড়ি জীবনতলা থানার ইটখোলা গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার নাগোর তলার মিঠাপুকুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন বিকালে জীবনতলা থেকে বেশ কয়েকজন যাত্রী নিয়ে তালদি যাওয়ার সময় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার রাস্তার পাশে ইলেকট্রিক লাইট পোস্টে সজোরে ধাক্কা মারলে অটোটি ছিন্ন–ভিন্ন হয়ে ঘটনাস্থলে অটোচালক সহ তিনজন গুরুতর জখম হন। স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানেই অটো চালক আজিজুল ইসলাম সরদারের মৃত্যু হয়। অপর দুই অটো যাত্রীর অবস্থা আশাঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের কে কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার জেরে এলাকায় ঈদের খুশির পরিবর্তে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সোনারপুরে উদ্ধার কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর থানা ব্যাপকভাবে সাফল্য পেলো।সোনারপুরের কামড়াবাদের বাসিন্দা এক কিশোরীকে উদ্ধার করলো উত্তর ভারত থেকে ।কামড়াবাদ থেকে কিশোরী বাড়ির কাউকে না জানিয়ে তার দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের সঙ্গে পালিয়ে যায় কেরলের কোঝিকোড়ে।এরপর দুই পরিবারের তরফ থেকে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নামে পুলিশ।তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে দুজনে দক্ষিণ ভারতে রয়েছে এক আত্মীয় বাড়িতে। পুলিশ কি করে জানতে পারলো ? কিশোরী তার এক আত্মীয়কে ফোন করে । সেই আত্মীয়ের ফোনে আড়ি পাতে পুলিশ ।জানতে পারে তারা দুজনে কেরালার কোঝিকোড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সোনারপুর থানার ঘুঘু অফিসারের টিম রওনা দেয় কোঝিকোড়ের কিশোর কিশোরীর উদ্ধারের উদ্দ্যেশে। পৌঁছেই উদ্ধার করে। কলকাতায় নিয়ে আসে দুজনকে ।এরপর কিশোর সঞ্জয় দাস (২২) কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

শ্যালিকা খুনে ধৃত জামাইবাবু

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসে নৃশংস ভাবে খুন হয়েছিল এক তরুণী। নিহত তরুণীর নাম রাকিবা গাজী(২০)। ঘটনাটি ঘটেছিল গত শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার বাগমারি গ্রামে। ওই তরুণীকে গলা কেটে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগও ওঠে। এই ঘটনায় ওই তরুণীর জামাইবাবুর হাত রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত জামাইবাবু জিয়ারুল মোল্লা পলাতক। রবিবার সকালে বাইরে পালিয়ে যাওয়ার ছক নিয়ে তালদি স্টেশনে আসে জিয়ারুল। ইতিমধ্যে জীবনতলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তালদি থেকে জিয়ারুল মোল্লাকে গ্রেফতার করে।

জিয়ারুল পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে সে তার শ্যালিকা রাকিবা গাজীকে খুন করেছে। সে আরো জানিয়েছে, গত তিন বছর ধরে শ্যালিকা রাকিবার সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল ইদানিং রাকিবা সেই অবৈধ সম্পর্কের কথা পরিবারের লোকেদের কাছে বলে দেবে বললেই জিয়ারুল নিজের অপকর্ম ঢাকার জন্য শ্যালিকা কে খুন করে।

উল্লেখ্য, গত প্রায় পাঁচ বছর আগে রাকিবার দিদি হাবিবা গাজীর সাথে বিয়ে হয় জিয়ারুল মোল্লার। বিয়ের পর থেকে কোনদিন কোন অশান্তি হয়নি বলেই দাবি পরিবারের লোকজনের। গত মঙ্গলবার বাসন্তীর বল্লারটোপ গ্রাম থেকে ভাই মিন্টু গাজীকে সাথে নিয়ে রাকিবা জীবনতলা থানার বাগমারি গ্রামে দিদির বাড়িতে বেড়াতে আসে। শনিবার ভোরে জামাইবাবু জিয়ারুল মিন্টুকে মাছ আনতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুদূর যাওয়ার পর মিন্টুকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে একটু আসছি বলে সেখান থেকে চলে আসে জিয়ারুল। কিন্তু দিনের আলো ফুটে গেলেও জামাইবাবু ফিরে না আসায় দিদির বাড়িতে ফিরে যায় মিন্টু। সেখানে গিয়ে মিন্টু দেখতে পায় তার দিদি রাকিবার রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। গলা কেটে খুন করা হয়েছে তাকে।বাড়িতে জিয়ারুলের সাইকেল পড়ে থাকলেও জিয়ারুল সেখানে ছিল না। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল জিয়ারুল।

রাকিবার দিদি হাবিবা ও তার বাবা হারান গাজী বলেন, জিয়ারুল যেভাবে রাকিবাকে খুন করেছে ওর কঠিন শাস্তি চাই। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অভিযুক্ত জিয়ারুল কে আজ আলিপুর আদালতে তোলা হবে।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : বাসের ধাক্কায় বাইক আরোহী এক একাদশ শ্রেণী স্কুল ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। মৃতের নাম সাজাহান লস্কর(২০)। মৃত যুবকের বাড়ি বাসন্তী থানার রাধাবল্লভপুর গ্রামে। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ঘাতক বাসটিকে ধরে ফেলে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। যদিও ঘটনার পর বাসটির চালক,কন্ডাক্টর,খালাসি পলাতক। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাসন্তী থানার কালীডাঙা এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিন খুশির ঈদে সকালে নামাজ পড়ে দুপুরে গ্রামের বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে বেরিয়ে সবে বড় রাস্তায় উঠেছিলেন সাজাহান লস্কর নামে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ওই যুবক। সেই সময় আচমকা বারুইপুর–গদখালি রুটের একটি বাস এসে সামনে থেকে সজোরে ওই বাইক আরোহী ছাত্রকে ধাক্কা মারে। বাসের ধাক্কায় বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে ওই বাইক আরোহী যুবক। স্থানীয় মানুষজন গুরুতর জখম অবস্থায় সাজাহান লস্কর নামে ওই যুবককে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে দুর্ঘটনার পর বাসটি ধরে ফেলেন স্থানীয় মানুষজন। বাসের চালক,কন্ডাক্টর,খালাসি পালিয়ে গেলেও ঘাতক বাসটির উপর চড়াও হয়ে বাসটিতে ব্যাপক ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। ঘটনার খবর পেয়েই বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তজিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। খুশির ঈদে এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘাতক বাসের চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

গ্যারাজবন্দি সাফাই গাড়ি তবু

সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিস্কার নিয়ে সমস্যা

দেবাশিস রায় ● কাটোয়া

দাঁইহাট পুরসভায় গ্যারাজবন্দি একাধিক সেসপুল ভেহিকল

হতদরিদ্র দাঁইহাট পুরসভায় বহিঃরঙ্গে আতিশয্যের রমরমার মধ্যেই ঘোরতর সাফাই সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে কয়েক হাজার পুরবাসীকে। পুরসভার চরম উদাসীনতার কারণে বাসিন্দাদের বাড়ির শৌচাগারের সেপটিক ট্যাংকে জমা তরল বর্জ্য সাফাই নিয়ে চরম অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। কয়েক লক্ষ টাকায় কেনা দু' দু'টো সাফাই যন্ত্রযান অর্থাৎ সেসপুল ভেহিকল দীর্ঘদিন ধরেই পুরসভায় গ্যারাজবন্দি হয়ে থাকাতেই এই সমস্যা। একসময় এই যন্ত্রযানগুলির মাধ্যমে বাসিন্দাদের বাড়ির সেপটিক ট্যাংকগুলি সাফাই করা হত। পুরসভার নির্ধারিত প্রদেয় ফি'র বিনিময়ে হাসিমুখেই বাসিন্দারা এই পরিষেবার সুযোগ নিতেন এবং নিশ্চিন্তে থাকতেন। বর্তমানে এসব অতীত।

দীর্ঘদিন যাবৎ দাঁইহাট পুরসভা এই পরিষেবা প্রদানের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। দামি সাফাই যন্ত্রযানগুলি পুরসভার গ্যারাজের কার্যত শোভা বর্ধন করছে। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, নিজেদের কোনও ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড অর্থাৎ ময়লা ফেলার জায়গা না থাকাতেই এই সমস্যা। যতদিন না ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে ততদিন এধরনের সমস্যা চলবে। তবে, এই ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডের জন্য এলাকার কাছাকাছি প্রয়োজনীয় জমি কেনার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন পুরবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী দাঁইহাট পুরশহর দেড়শো বছরে পা দিয়েছে। এত বছরের পুরনো এমন একটি শহর, অথচ উন্নয়নের দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, জনসংখ্যার বিচারেও অনেক পঞ্চায়েত এলাকার চেয়ে পিছিয়ে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ১৪টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট দাঁইহাট শহরের বাসিন্দা পঁচিশ হাজারের আশেপাশে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে একাধিক জলাভূমি ও শত শত বিঘা কৃষিজমিতে পরিপূর্ণ। পাড়ায় পাড়ায় রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হলেও জলের গুণগত মান নিয়ে প্রায়শই প্রশ্ন ওঠে। কোনও শিল্প ও কলকারখানা নেই। একটিমাত্র সবজি বাজার। ব্যবসায়িক পরিবেশও কার্যত বেহাল।

কিন্তু, উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও এই হতদরিদ্র পুরসভায় আতিশয্যের রমরমায় কোনও খামতি নেই। নীল–সাদা নতুন রংয়ের পোঁচ দেওয়া পুরভবনে বসেছে অসংখ্য এসি। কেনা হয়েছে দামি অসংখ্য সোফা। জনপ্রতিনিধিদের এদিকওদিক যাওয়ার জন্য কেনা হয়েছে দামি এসি গাড়ি। কাউন্সিলরদের কিনে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য দামি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেট। একাধিক জায়গায় ফোয়ারা তৈরি হয়েছে। আলোয় সাজানোর জন্য ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে একাধিক হাইমাস্ট।

শহরবাসীর অনেকেরই অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বর্তমান পুরবোর্ডের পরিকল্পনার অভাব আছে। আগে পানীয় জল, রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। এসবের আগে সৌন্দর্যায়নের জন্য অসংখ্য ফোয়ারা বসানো, দামি আলো লাগানো সহ উদ্যান, তোরণ নির্মাণ, বিলাসব্যসনের জন্য দামি গাড়ি, সোফা, মোবাইল সেট প্রভৃতি কেনা নিয়েই মাতোয়ারা পুরবোর্ড। অথচ বাড়ির সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার জন্য যে গাড়ি ছিল তা বন্ধ দীর্ঘদিন ধরে।

পুরসভার এই পরিষেবার অভাবে অন্য কোনও উপায়ে কারও মাধ্যমে মোটা টাকা খরচ করে সেপটিক ট্যাংকের ময়লা সাফাই করাতে হচ্ছে। এতদিনের পুরশহর উন্নয়নের অভাবে ধুঁকতে থাকলেও সেদিকে পুরবোর্ড সহ সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপ না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশ দাঁইহাটবাসী।

রাখী পূর্ণিমার আগে দিদিকে ফিরে পেয়ে খুশি দুই ভাই

সুভাষ চন্দ্র দাস, জয়নগর ঃ মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় গত মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে পরিবারের লোকজন বুধবার ক্যানিং থানায় একটি নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। নিখোঁজ ভারসাম্যহীন বছর পঁয়তাল্লিশের মহিলার নাম চাঁদ কুমারি মাইতি। ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়খালি(ডাবু)গ্রামের বাসিন্দা।

গত বুধবার রাত দুটো নাগাদ পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবি করে এক অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসে। ফোনের পর থেকেই নিখোঁজ মহিলার পরিবারের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন,এবং শেষ পর্যন্ত ২৫ হাজার টাকা রফা হয় এবং টাকা ব্যাঙ্কে জমা করলেই বোনকে ফেরত পাওয়া যাবে।

এরপরই বৃহস্পতিবার পরিবারের লোকজন টাকা জোগাড় করতে না পেরে বিভিন্ন জায়গায় পুনরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

এদিন সকাল ১০ নাগাদ জয়নগর থানার ধ্রুবচাঁদ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকনগর গ্রামের যুবক কৃষ্ণ সরদার রাস্তা পাশে অসহায় ভাবে পড়ে থাকা ওই মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা কে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়।

এরপর প্রতিবেশি গৃহবধু কবিতা সরদার,শ্রাবন্তী সরদার,বীনতা সরদাররা বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঠিকানা জানার চেষ্টা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও দেখে খোঁজ খবর নিয়ে জয়নগর থানার মানিক নগর গ্রামে হাজির হন নিখোঁজ ওই মহিলার ভাই নির্মল মাইতি ও গৌর মাইতি।

পরিবারের লোকজন দেখে মানসিক ভারসামহীন ওই মহিলা কেঁদে ফেলেন।

রাখি পূর্ণিমার আগে নিজের নিখোঁজ দিদি কে পেয়ে আনন্দে মানিকনগর গ্রামের সরদার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে মিষ্টি মুখ করান নিখোঁজ মহিলার দুই ভাই।

যে যুবকের জন্য মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা নিজের পরিবার কে ফিরে পেল সেই কৃষ্ণ সরদার বলেন, মানসিক ভারসাম্য হীন মহিলাকে আমার দিদির মতো স্নেহ করে রাস্তা থেকে তুলে এনে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলাম।এত তাড়াতাড়ি যে খোঁজ পেয়ে যাবো ভাবতে পারিনি। তবে রাখি পূর্ণিমার আগে আমার ওই নতুন দিদিকে তার পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে খুবই খুশি,খুশি গ্রামের বাসিন্দারাও।

মানসিক ভারসামস্যহীন চাঁদকুমারী মাইতি নতুন ভাইয়ের মুখে মিষ্টি তুলে দিয়ে বলেন, আগামী রবিবার তার নতুন ভাই কৃষ্ণ সরদার কে রাখি পরাতে ক্যানিং থেকে জয়নগরের মানিক নগর গ্রামে আসবেন।

দাঁইহাটে সিপিএমের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়াঃ গদিচ্যুত হওয়ার ছ'মাস পর সিপিএম এই প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দাঁইহাট পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হল। আট দফা দাবি আদায়ের ভিত্তিতে ২৩ আগস্ট বিকেলে দাঁইহাটে পুরচেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন পেশ করল পূর্ব বর্ধমানের সিপিএমের কাটোয়া ২ নং এরিয়া কমিটি। এদিন শতাধিক কর্মী সমর্থক নিয়ে সিপিএম নেতৃবৃন্দ পুরসভার গেটের সামনে জমায়েত করেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিদ্যুতবরণ ভক্ত, ১০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিন্দ্য মণ্ডল প্রমুখ। শহরের সার্বিক উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রকল্পে উপভোক্তাদের যথাযথ সুবিধা প্রদান সহ আট দফা দাবিতে এদিন সিপিএম সরব হয়েছিল। পুরচেয়ারম্যান শিশির মণ্ডল ডেপুটেশনের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে সিপিএম নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে সিপিএম দাঁইহাট পুরবোর্ড গঠন করেছিল। কিন্তু, সিপিএমের চারজন কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের পর গত ১৪ মার্চ নতুন পুরবোর্ড গঠিত হয়।

বিপজ্জনক পারাপার

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর অঞ্চল, আর এই অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে ফটিকগাছি বাস স্টপ। এই ফটিকগাছি বাস স্টপ থেকে একটি গ্রামীণ রাস্তা দশ নম্বর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই রুটে মূলত অটোই যাতায়াতের একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা। এছাড়া টোটো ও ছোট যানবাহন যাতায়াত করে। বর্তমানে রাস্তাটির বেহাল দশা, নিচের আস্তরণ সরে গিয়ে যত্রতত্র তৈরি হয়েছে গর্ত। খানা খন্দে ভরা রাস্তা দিয়েই স্কুল কলেজের ছাত্র–ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রশাসনের তরফ থেকে রাস্তাটি সারানোর কথা বলা হলেও তা বিশবাঁও জলে। সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গাপুজো। এলাকা ও নিত্য যাত্রীদের সকলের একটাই প্রশ্ন দুর্গা পুজোর আগে এ রাস্তা সারাই হবে তো? না কি বেহাল দশাই রয়ে যাবে, এখন দেখার প্রশাসন পুজোর আগে এই রাস্তা সারাই করে নিত্যযাত্রীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কিনা।

পুলিশি তৎপরতায় নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দমদম : দিনটা ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস। দিঘা থেকে স্ত্রী মৌমিতা, ছেলে প্রীতম ও নাবালিকা শ্যালিকা শ্রেয়সী বিশ্বাস (১১) কে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন নদিয়া জেলা তেহট্ট থানাধীন হরিহরপুরের বাসিন্দা হেমন্ত হালদার। শিয়ালদহ থেকে বিকেল ৫–১৫–র আপ গেদে লোকাল। ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যান। ট্রেন ছাড়ার বাঁশি বাজিয়ে দেয়। তড়িঘড়ি করে বছর পাঁচেকের ছেলে প্রীতম ও বোন শ্রেয়সীকে নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েন মৌমিতা। কিন্তু হাতে মালপত্র থাকায় হেমন্ত উঠতে পারেন না। এমতাবস্থায় মৌমিতা ছেলেকে নিয়ে কোনওমতে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়লেও, গতি বেড়ে যাওয়ায় শ্রেয়সী নামতে পারে না। ট্রেন চলে যায়। হেমন্ত তাড়াতাড়ি উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে স্টেশন মাস্টারকে বিষয়টি বলেন। স্টেশন মাস্টার সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহ এসআরপিকে জানান। পাশাপাশি দমদম জংশন থেকে শুরু করে মেন লাইনের কয়েকটি স্টেশনকেও জানিয়ে দেওয়া হয় ব্যাপারটা। এদিকে এসআরপির নির্দেশে দমদম জিআরপি ওসির পক্ষ থেকে অধীনস্থ সবকটি স্টেশনে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের নাবালিকাকে নামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। অবশেষে জিআরপির তৎপরতায় সোদপুর স্টেশনে সেই কম্পার্টমেন্ট থেকে শ্রেয়সীকে উদ্ধার করা হয় বলে ওসি অর্ণব দত্ত জানান। তিনি আরও জানান, সোদপুর থেকে তাকে নিয়ে আসা হয় বেলঘরিয়া ফাঁড়িতে। এখানেই আসেন শ্রেয়সীর দিদি, জামাইবাবুরা। নাবালিকাকে উদ্ধার করে তাদের হাতে নাবালিকাকে তুলে দেন ওসি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

রাজগ্রামে শ্যুটআউট আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে রাজগ্রামের পূর্বপাড়ার দুই ভাই – ভুট্টু শেখ ও গোলাম রসুলের মধ্যে। ১৮ই আগস্ট সকাল সাতটা নাগাদ কুরবানির খাসি নিয়ে বিবাদ চরমে উঠলে ভাই ভুট্টু শেখকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় গোলাম রসুল। বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে কোমরে গুলি লাগে বাইশ বছরের ওমর ফারুকের। গুলিবিদ্ধ ফারুককে প্রথমে মুরারই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরে চিকিৎসার জন্য রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গ্রামে দুই ভাই দুষ্কৃতী বলে পরিচিত। তাদের বাড়িতে সবসময় বন্দুক রাখা থাকে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। রাজগ্রাম পূর্বপাড়ায় সাতসকালে শ্যুট আউটের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পলাতক অভিযুক্ত গোলাম রসুল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মুরারই থানার পুলিশ।

বড় কোন দুর্ঘটনা ছাড়া যাত্রীদের নিরাপত্তা মিলবে না

পারের বালাই/১০

আকাশে মিশকালো মেঘ, নিচে নদী–খাঁড়িতে ঘোলা জলের তীব্র স্রোতের ধারা। যে কোনও সময়ে ধেয়ে আসতে পারে ঝড়–বাদলের প্রলয়। এরই মধ্যে নদী বেষ্টিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বড়–মেজ–ছোট জেটি দিয়ে নিত্যদিন এ দ্বীপ

থেকে ও দ্বীপ পেরিয়ে যান সুন্দরবনের আট থেকে আশি। ডিঙি, শালতি, কাঠের নৌকো, ভুটভুটি, ছোট লঞ্চে ভেসে যেতে যেতে নদীর উদাস বাতাসে মিশে যায় সলিল সমাধির হাড় হিম করা ভয়। পড়লে জলে কুমির, আর জঙ্গলের পাড়ে উঠলে স্বয়ং দক্ষিণ রায়। বর্ষা আসছে। কেমন আছে জেলার জেটিগুলি। ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি বিস্ময় কর।

গত সংখ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের দুর্দশাগ্রস্ত ঘাটগুলির কথা বলেছিলাম। এবার শোনাই নদীবেষ্টিত আর এক ব্লক জয়নগর–২–এর ঘাট পাঁচালি।

নলগোড়া মণি নদীর ঘাট

পরিকাঠামো : ইঁট পাতা জেটি। নৌকায় উঠতে পায়ে পায়ে লেগে আছে বিপদ। প্রতিদিন ১টি কাঠের এপার–ওপার করেন গড়ে হাজার খানেক মানুষ। যাত্রী পরিষেবার সামান্যতম নামগন্ধ নেই এখানে। ড্রপ গেট, যাত্রী শেড, সাইনবোর্ড বা সোলার লাইট তো দূর অস্ত সামান্য পানীয় জল ও শৌচালয়েরই অভাব রয়েছে এখানে।

নলগোড়া মণি ঘাট (বিপরীত ঘাট)

পরিকাঠামো : নৌকো ও যাত্রী সংখ্যা উপরের ঘাটের মতোই। জেটিও তথৈবচ। এখানেও যাত্রী পরিষেবার চিহ্নমাত্র নেই। নেই যাত্রীশেড, পানীয় জল ও শৌচাগার। ড্রপগেট, সাইনবোর্ড, সোলার লাইটের নামই শোনেন নি যাত্রীরা।

ঢাকি থেকে দেবীপুর চুপড়ি ঝারা ঘাট

পরিকাঠামো : ভাঙাচোরা কংক্রিটের জেটি। টলমল করতে করতে এই

জেটি দিয়েই ২টি ভুটভুটিতে প্রতিদিন এপার ওপার করেন হাজার দেড়েক যাত্রী। তবে এইটুকুই। এখানে না আছে যাত্রীশেড, না আছে শৌচালয় বা পানীয় জল। ড্রপ গেট, সাইনবোর্ড না থাকলেও এই ঘাটে পাঁকে ফোঁটা পদ্মের মতো উপস্থিতি রয়েছে বিদ্যুতের।

ঢাকি থেকে দেবীপুর চুপড়িঝারা ২ নম্বর ঘাট

পরিকাঠামো : কবে যেন হয়েছিল কংক্রিটের জেটি। এখন তার ভগ্নদশা। এই ভাঙাচোরা জেটি দিয়েই দুটি ভুটভুটিতে প্রতিদিন পারাপার হন হাজার খানেক গ্রামবাসী। একটি অব্যবহারযোগ্য যাত্রীশেড অতীতের স্মৃতি বহন করছে। শৌচালয় ও পানীয় জল থেকে বঞ্চিত এই ঘাটের দুর্ভাগা যাত্রীরা। ড্রপ গেট, সাইনবোর্ড, বিদ্যুৎ বা সোলার লাইটের চিন্তা এখানে বিলাসিতা মাত্র।

ঢাকি থেকে দেবীপুর চুপড়িঝারা (বিপরীত ঘাট)

পরিকাঠামো : এখানেও ফুটিফাটা কংক্রিটের জেটি। যাত্রী সংখ্যা দিন প্রতি আড়াই হাজার। চলে ২টি ভুটভুটি। যাত্রী সংখ্যা যথেষ্ট হলেও পরিষেবার দিকে নজর নেই প্রশাসনের। অবহেলা এখানকার মানুষের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। বালাই নেই যাত্রী শেড, শৌচালয় বা পানীয় জলের। বিদ্যুৎ বা সোলার লাইট লাগেনি এখনও। ড্রপগেট বা সাইনবোর্ডও এখানে অমিল।

নিরাপত্তা : উপরের ঘাটগুলির পরিষেবা স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যাত্রীদের নিরাপত্তাহীনতার কথা। মুখ্যমন্ত্রী জেলায় এসেছেন বহুবার। বারুইপুর মহকুমাতেই করেছেন প্রশাসনিক বৈঠক। জনপ্রতিনিধি ও আমলাদের মানুষের দুঃখ–দুর্দশা ঘোচাতে কাজ করতে বলেছেন। কিন্তু জয়নগর–২ ব্লকের নদীঘাটগুলির অবস্থান সেই প্রতিশ্রুতি থেকে বহু যোজন দূরে। বেশ বোঝা যায় বড় কোনও দুর্ঘটনা ছাড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা কোন দিনই করবে না প্রশাসন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ২৫ আগস্ট– ৩১ আগস্ট, ২০১৮

কুঅভ্যেস কলকাতাকেও কেরালা বানাতে পারে

প্রকৃতির মার দুনিয়ার বাড়, এই কথাটা অনেক ছোট বয়স থেকে আমরা শুনে আসছি। তাও সেই প্রকৃতি কখনই এমন কোনও আচরণ করে না যাকে কেন্দ্র করে আলোড়ন পড়ে যায় দুনিয়ায়। হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে একটা–আধটা সুনামি যে ধাক্কা মারে না, তা নয়। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় মানুষের ভুলেই এই ঝটকা মারতে বাধ্য হয় প্রকৃতি দেবতা। প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু নিয়ে মানবজাতির ছেলেখেলায় ক্ষুব্ধ প্রকৃতি এভাবেই হয়তো প্রতিশোধ নেয় সাধারণের ওপর। এর একটা গালভরা নাম দিয়েই অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে মানবজাতি ক্ষান্ত হয়েছে। কথায় কথায় অজুহাত খাড়া করা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং নামে। শুধু এই কথা বলে দায় সারলে চলবে না মোটেই। সবাই এক হয়ে মোকাবিলা করতে হবে। নচেৎ প্রকৃতি দেবতা এমন বিগড়ে যাবে যে জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, সুনামি, ভূমিকম্পরূপে তছনছ হয়ে যাবে আমার–আপনার ভবিষ্যত। এখনও যাঁরা কেরালার বন্যা দেখে ভাবছেন কলকাতা তো ঠিক আছে, তাঁরা সাবধান। কখন প্রিয় শহরটা তাসের ঘরের মতো দুমরে মুচরে যাবে তা কি বলা যায়। সেই সময় কিন্তু আর হাতে সময় থাকবে না। সময় থাকতে থাকতে তাই নিজের চারপাশ ঠিক রাখা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সর্বতোভাবে উদ্যোগ নেওয়া এসব কিছুই করতে হবে। গাছের বিকল্প নেই। সেই গাছ ঠিকঠাকভাবে আপনার বা পড়শি অঞ্চলে বসানো আছে কিনা, কেউ এই অমূল্য সম্পদ ধংসে উদ্যত হয়েছে কিনা সেসব দিকেও কড়া চোখ রাখতে হবে। আর একটা দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটা হল প্লাস্টিকের যত্রতত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। কেরালার বন্যার পিছনে ঘাতক হিসাবে যে প্রধান দুটি কারণ উঠে আসছে তার অন্যতম হল প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিকে ছয়লাপ হয়ে যাওয়ায় জল ঠিকভাবে বেরোতে পারছে না বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। অথচ কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে মুখে প্লাস্টিকের যথেচ্ছার নিয়ে অনেক কথা হলেও এখনও কড়া ভাবে এই প্লাস্টিকাসুরকে বধ করা সম্ভব হয় নি। এর ফলে মাঝেমধ্যেই এক–দু পশলা ভারী বৃষ্টি হলেই দেখা যাচ্ছে প্লাস্টিকে ঢেকে থাকা শহর সহজেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। এই জায়গায় যতদিন না সাধারণ মানুষ সতর্ক হচ্ছে ততদিন দুর্ভোগ থেকেই যাচ্ছে কপালে। এই প্লাস্টিকের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে শুধু সরকার, পুরসভা, পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এগিয়ে এলেই চলবে না। সাধারণ মানুষ যতক্ষণ না এই ব্যাপারে সচেতন হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যধির ভয়াবহতা থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। কেরালার ভয়াবহ বন্যায় ঘাতক হিসেবে আরও একটি বিষয়ের কথা সামনে উঠে আসছে। সেটা হল অবৈধ নির্মাণ ও অপরিকল্পিত শহরায়ণের হাত ধরে ভারসাম্য নষ্ট হওয়া। বলাবাহুল্য, কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গও এই দোষে পুরোপুরি দুষ্ট। এখানে বাম জমানা থেকে এই রোগের উৎপত্তি ঘটেছে। আইন ব্যবস্থা বা পুর নিয়ম কানুনকে তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বসতি। এর ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কেরালা। কলকাতা এখনও সাবধান না হলে বিপদ কিন্তু আসন্ন।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

কিন্তু এই জটিল সংসার–রূপ গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার পথ পাওয়া যাইবে না, তুমি ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পার, কর্মফলে শুভ ও অশুভের অবশ্যম্ভাবী মিশ্রণের অন্ত নাই।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই: কর্মের উদ্দেশ্য কি? আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকের এই বিশ্বাস যে, এক সময়ে এই জগৎ পূর্ণতা লাভ করিবে, তখন ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ বা দুর্নীতি থাকিবে না। ইহা খুব ভাল ভাব, অজ্ঞ ব্যক্তিদের উন্নত ও উৎসাহিত করিতে ইহা খুবই

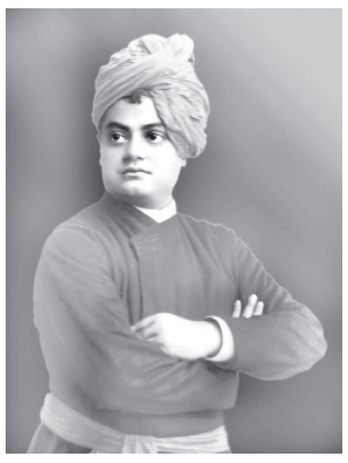

প্রেরণা যোগায়, কিন্তু যদি আমরা এক মুহূর্ত চিন্তা করি, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিব এরূপ কখনো হইতে পারে না। কিরূপে ইহা হইতে পারে? ভাল মন্দ যে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। মন্দকে ছাড়িয়া ভাল কিরূপে পাওয়া যায়? পূর্ণতার অর্থ কি? 'পরিপূর্ণ জীবন' একটি স্ব–বিরোধী বাক্য। প্রত্যেকটি বাহিরের বস্তুর সহিত আমাদের নিয়ত সংগ্রামের অবস্থাই জীবন। প্রতি মুহূর্তে আমরা বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতেছি, যদি আমরা ইহাতে পরাস্ত হই, আমাদের জীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে। আহার ও বায়ুর জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা এই তো জীবন। আহার বা বায়ু না পাইলেই আমাদের মৃত্যু। জীবন একটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ ব্যাপার নয়, উহা রীতিমতো একটি জটিল ব্যাপার। এই বহির্জগৎ ও আন্তর্জগতের মধ্যে যে জটিল সংগ্রাম, তাহাকেই আমরা জীবন বলি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে–এই সংগ্রাম শেষ হইলে জীবনও শেষ হইবে। আদর্শ সুখ বলিতে বুঝায়–এই সংগ্রামের সমাপ্তি। কিন্তু তাহা হইলে জীবনও শেষ হইবে কারণ সংগ্রাম তখনই শেষ পারে যখন জীবনের শেষ।

ফেসবুক বার্তা

২৪ আগস্ট বলা হয় কলকাতার জন্মদিন। ফেসবুকে সকলেই কলকাতাকে শুভ জন্মদিন জানালেন নানারকম পোস্টের মাধ্যমে। পুরনো কলকাতার বহু ছবি পোস্ট হয়েছে সবার টাইলাইনে। নস্টালজিক এই দিনে অলিন্দে ভেসে এল এমনই এক বিরল ছবি।

বিভাজনের সব দায় বিজেপির, বাদবাকিরা যেন সব ধোয়া তুলসী পাতা

নির্মল গোস্বামী

বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর মিটিংয়ের দিন পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি'র বিরুদ্ধে সরব হলেন। এই বুদ্ধিজীবীরা নানান কথা বার্তায় বিভিন্ন সময়ে বলেছেন যে তারা তৃণমূলপন্থী। কারণ তৃণমূলের রাজনীতির পরিপন্থী কোনও অন্যায় তা সে যত বড়ই হোক না কেন, তার প্রতিবাদ তারা করেন না। এবং বর্তমানে সব দলেরই কিছু তাঁবেদার বুদ্ধিজীবী পোষা আছে।

আমরা জানি যে যাদের আমরা বুদ্ধিজীবী অভিধানে ভূষিত করি তারা সকলেই সমাজে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির নয়। তাদের কারোরই ২ টাকা কিলো দরের চালগম পাওয়ার জন্য রেশন কার্ডের প্রয়োজন নেই। তাদের ইন্দিরা আবাসনের ঘরের প্রয়োজনও নেই। ১০০ দিনের কাজের জন্য জব কার্ড বা বার্ধক্যভাতারও প্রয়োজন নেই। তাহলে তারা কেন বিভাজিত হবে। সাধারণ মানুষ যাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের বদান্যতায় বেঁচে বর্তে থাকতে হয় তারা অতি সহজেই বিভাজিত হয়– কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি বিভিন্ন তকমায়। কিন্তু প্রশ্ন হল বুদ্ধিজীবীরা কেন বিভাজিত হবে? তারা নিজেরা ভালোবেসে যদি বিভাজিত না হয় তবে কারো বাপের সাধ্যি নেই তাদের বিভাজিত করার। ধরা যাক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির কথা– তাঁর যা মেধা যা জ্ঞান তা সমাজের সম্পদ। যদি কেউ মনে করে থাকে যে তাঁকে কেউ ভুল বুঝিয়ে তৃণমূল পন্থী করেছেন– তবে তার মতো মূর্খ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা হলে মোদ্দা কথা হল যে বুদ্ধিজীবীরা নিজের প্রয়োজনে নিজেরা বিভাজিত হয়েছেন। তারা দেশের প্রয়োজনের কথা সব সময় মনে রাখেন না। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটে কেন হাজার হাজার মানুষ কেন হাজার হাজার মানুষকে নমিনেশন জমা দিতে দেওয়া হল না– পুলিশ, প্রশাসন, আর দলীয় গুণ্ডাদের সমবেত প্রচেষ্টায়। এটা যদি দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেছিল একমাত্র তারাই যদি আজ এনআরসি'র বে–নিয়ম নিয়ে কথা বলে বা বিভাজনের রাজনীতির নিন্দা করে, একমাত্র সেটাই গ্রহণযোগ্য হবে মানুষের কাছে। তা না হলে সেই প্রবাদ বাক্যের মতো হবে ''চালুনী করে সূচের বিচার''।

বিভাজনের রাজনীতি কি এই প্রথম চোখে পড়ল? সেই ব্রিটিশরা চালু করে গিয়েছিল ''ডিভাইড অ্যান্ড রুল''। বিভাজনের রাজনীতি'র নীতির জন্য ভারত ভাগ হল। তাহলে ভারতীয় উপমহাদেশে যারা বিভাজনের রাজনীতির জন্ম দিল যারা জনক হল, তাদের বিরুদ্ধে কটা কটুবাক্য উচ্চারিচ হয়েছে।

মহাভারতে ধর্মপুত্র বলে গেছেন যে মহাজনেরা যে পথে গেছেন তাহাই চলার পথ। তাহলে আমাদের প্রণম্য রাজনীতির মহাজনেরা যাঁরা স্বাধীনতার সমস্ত কৃতিত্বটুকু নিতে চায় তাদের পথে পদচারণা করাটা দোষের কেন হবে তা সহজে মাথায় ঢোকে না। ক্ষমতা হাতে পাওয়ার জন্য একদল লোক মারামারি করল। সকলেই রাজা উজির হতে চায়। শেষে ঠিক হল দেশটাকে দু টুকরো করে এক টুকরোর রাজা তুমি হও– এক টুকরোর রাজা আমি হই। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। আমাদের রাজনীতির ডিএনএ হলো বিভাজন কর, আর বিভাজন কর। দেশের সমস্যা দূর করার থেকে জনগোষ্ঠীর সমস্যাকে বড় করে দেখা হয়। যারা জাঠ রাজনীতি করে, যারা ওবিসি রাজনীতি করে, যারা মণ্ডল রাজনীতি করে যারা দলিত নেতা হিসাবে নিজেদের জাহির করে তারা কি বিভাজনের রাজনীতি করে না। যারা যাদব রাজনীতি করে, যারা ঠাকুর রাজনীতি করে তারা কারা? তাদের বিরুদ্ধে একটাও শব্দ উচ্চারিত হয় না কেন? উল্টে তারাই দেশ ভক্ত। কাশ্মীর থেকে যখন কাশ্মীরের ভূমিপুত্র আড়াই লক্ষ পণ্ডিতকে সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে রিফিউজি হতে হল, তখন সেটা কিসের রাজনীতি হয়? ঐক্যের না বিভাজনের? তখন কারা বিভাজনের রাজনীতি করেছিল? তাদের বিরুদ্ধে আজকের বুদ্ধিজীবীরা মৌন মুখর কেন? কাশ্মীর এককালে হিন্দু রাজাদের রাজ্য ছিল– আজ সেখানে মুসলিমরা আজাদী চাইছে। তেমনি আর একটা কাশ্মীর যাতে না হয় তার জন্য ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চুক্তি করেছিলেন অসমের ভূমিপুত্রদের সঙ্গে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৫০ হাজার কর্মীর পরিশ্রমে ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে অসমের কংগ্রেস সরকার এনআরসি'র কাজ শুরু করে। কংগ্রেস সরকার থাকলে হয়তো এই রিপোর্ট বের করত না। বিজেপি সরকার সেই তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় যারা বাদ পড়েছে তারা একটা প্রদেশের বা একটা ধর্মের লোক নয়। তাহলে এখানে বিজেপির নাম বা আসছে কেন? যে অফিসারকে কংগ্রেস সরকার নিয়োগ করেছিল সেই অফিসার তো পরিবর্তন হয় নি। এই এনআরসি'র পুরো দায়িত্বে আছেন সেই হাজং সাহেব। এখানে বিজেপি–র ষড়যন্ত্র কোথা থেকে এল? দেশের আইন, সংবিধান মান হচ্ছে কি না তার চূড়ান্ত রায় দানের ক্ষমতা নিশ্চয়ই কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার বা সরকার নিযুক্ত পে কমিশনের চেয়ারম্যানের হাতে নেই। তা আছে সুপ্রিম কোর্টের হাতে। যেখানে চোরকে যাতে না ধরা হয়। চিটিংবাজদের তদন্ত যাতে না করা হয়। তার জন্য করের টাকা খরচ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ে সরকার। যেখানে ৪০ লক্ষ বাঙালি ভারতবাসীর উপর অন্যায় হবে আর সুপ্রিম কোর্ট বসে বসে চেয়ারে পা দোলাবে? কেউ সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ জানাবে না? দলের কথা বাদ দিলাম। কারণ দল সব সময় সত্যটা গুলিয়ে দিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চেষ্টা করে। রাজ্যের এক নামী পন্থীর বুদ্ধিজীবীদের যদি সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আস্থা না থাকে। 'ন্যায় যে মানবতা বিরোধী হয় না'' দেশের আইনশালা ও আইনের উপর যদি এই আস্থাটুকু না থাকে তাহলে বলতে হবে তারাই সব থেকে বেশি নৈরাজ্যবাদী।

এই হিন্দুস্থান ভারতকে আবার ভাগ করার ষড়যন্ত্র চলছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে। যারা দেশের মধ্যে আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা চায়, আলাদা আইন চায় তারা কি ভারতবর্ষের ঐক্যের রাজনীতির জয়গান করে? ভারতর সদ্য প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বলছেন, প্রতিটা জেলায় শরিয়ত আদালতের কথা কলকাতার এক নাম করা ইমাম বললেন আলাদা দেশের কথা। উত্তর প্রদেশের প্রভাবশালী মুসলিম নেতা আছেন। যিনি প্রায়ই লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানে'র মতো হুমকি দেন। বাংলাদেশি জঙ্গি গোষ্ঠীদের গোপন পরিকল্পনা হল যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ওড়িশাকে নিয়ে সুবে বাংলাদেশ গঠন। পাকিস্তানে পূর্বে যা হিন্দু জনসংখ্যা ছিল তা ধীরে ধীরে কমে তলানিতে এসে ঠেকেছে। আর স্বাধীনতার সময় ভারতে যত মুসলিম ছিল তাদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। কেন এই রকম হচ্ছে সেই প্রশ্নের সঠিক সমাধান না করলে কিন্তু ভারতবর্ষ অখণ্ড থাকবে না। সারা পৃথিবী জুড়ে একটি ধর্মের নামে কেন এতো সন্ত্রাস হচ্ছে এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে শান্তির সন্ধান করা বৃথা প্রচেষ্টা। তাই আমাদের দেশের নাগরিক পঞ্জী এনআরসি তৈরি করা জরুরি নয় কি। আর সেই এনআরসিকে সমর্থন করলেই বিভাজনের রাজনীতি হয়ে যায়? বরঞ্চ উল্টোটাই হয়।

ভবিষ্যতে ভারত যাতে আবার বিভাজিত না হয় তার ভিত শক্ত করা হয়। আজ যারা মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্য লালায়িত একদিন আসবে যে দিন কোনও হিন্দু নেতাকেই তারা একটাও ভোট দেবে না। যে দিন তাদের জনসংখ্যা ৪০% হবে সেদিন এই দেশটাই হবে ইসলামিক রাষ্ট্র না হয় আর একটা নতুন পাকিস্তান। তখন শত ঐক্যের গালভরা বুলি বাতাসে কেঁদে বেড়াবে।

দেশ–দেশান্তরে

নিম্নচাপের ভ্রূকুটি

কেরল ভাসিয়ে বন্যার ভ্রূকুটি এবার ওড়িশা, গুজরাট কর্ণাটকে। কেরলের পরিস্থিতি দেখে সকলেই আগাম সতর্ক। বাড়ছে নদীর জলস্তর। শুরু হয়েছে নাছোড়বান্দা বৃষ্টি। বঙ্গেও আশঙ্কা বাড়াচ্ছে খামখেয়ালী বর্ষা। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও বর্ষার দেখা নেই দক্ষিণবঙ্গে। পিছিয়ে যাচ্ছে চাষবাস। রয়েছে হঠাৎ বিপর্যয়ের আশঙ্কাও।

সিধুর সৌজন্য

পাকিস্তানে নয়া প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার ইমরান খান। ভারতে ঝড় তুললেন আর এক ক্রিকেটার সিধু। সৌজন্য রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। শপথ অনুষ্ঠানে শোনালেন সায়েরিও। বুকে জড়িয়ে ধরলেন পাকিস্তানের কুখ্যাত সেনা প্রধানকে। আর এতেই নিন্দার ঝড়ে গুডবয় ইমেজ ভেঙে পড়ল সিধুর। কয়েক মাস আগে বিজেপি ছেড়ে পাঞ্জাবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছেন। সেই পাঞ্জাবও সহ্য করল না পাজির ভূমিকা। উল্লেখ্য শচীন তেন্ডুলকর ও কপিল দেব প্রত্যাখ্যান করেছেন শপথ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ।

নগরপঞ্জিকে স্বাগত জানালেন বিশ্বভারতীর অসমিয়া পড়ুয়া ও শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিতর্কের মাঝে উলট পুরাণ এই পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে। রাজ্য সরকার যখন এই নিয়ে প্রকাশ্যে রাজনীতি করছে, তখন বিশ্বভারতীতে আসা অসমের বাসিন্দা বাঙালি–অসমিয়া–মুসলমান ছাত্র–ছাত্রী, অধ্যাপক–অধ্যাপিকারা এন আর সি–কে স্বাগত জানাচ্ছে।

অসমে খসড়া রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জি প্রকাশের পর খুশিতে মাতলেন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে অসমিয়া পড়ুয়া ও অধ্যাপক–অধ্যাপিকারা। তাদের মতে দীর্ঘ দিনের একটি আন্দোলন সফলতা লাভ করেছে। প্রকৃত অসমবাসী এবার বেশি সুযোগ–সুবিধা পাবেন বলে মনে করছেন তাঁরা। একই সঙ্গে বাঙালিদের তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে তাঁরা মনে করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালের পর ভারতবর্ষে নাগরিকপঞ্জি হয়নি। অসমে অনুপ্রবেশের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এই নিয়ে বহু আন্দোলন চলছিল অসম রাজ্যে। সেই মতো ২০০৯ সালের ৯ নভেম্বর ভারত সরকার, অসম সরকার ও অসম ছাত্র সংস্থা একটি বৈঠক করে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জির বিষয়টি ঠিক করে। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পরে প্রবেশকারীদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে ধরা হবে। সেই মতো ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ নাম তালিকাভুক্ত করার আবেদন করে। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে অসমে প্রকাশিত হয় খসড়া রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)। এই তালিকা থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ে। এই নিয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সরগরম।

বিশ্বভারতীর অসমিয়া ছাত্র–ছাত্রী এবং অধ্যাপকদের মতে, এটি একটি বড় পদক্ষেপ। তাদের মতে বর্তমানে অসম সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অযথা আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। কারণ স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই অসমে বহু বাঙালি, মাড়োয়ারিসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে অযথা অপপ্রচার চালাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অসমিয়াদের সঙ্গে তাদেরও সে রাজ্যে থাকার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তবে দীর্ঘ তিন দশক ধরে যে এক নাগাড়ে অসম জুড়ে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তাতে অসমিয়ারা নিজে রাজ্যের ভূমিহীন হবার আশঙ্কায় ভুগছেন। এমনকী কাজিরাঙা অভয়ারণ্যের বহু জায়গায় রাতারাতি দখল করে বাংলাদেশি মুসলমানরা গ্রাম তৈরি করে ফেলেছে। বহু সরকারি জায়গা দখল করে তারা বসে পড়েছে।

বিশ্বভারতীর অসমিয়া বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সঙ্গীতা সাইকিয়া বলেন, ''বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অনুপ্রবেশ সমস্যায় আমরা জর্জরিত। উচ্চন্যায়ালয়ের নির্দেশে এই কাজ হচ্ছে। দীর্ঘদিনের একটা প্রচেষ্টা রূপ পেল। আমরা এতে খুবই খুশি। অনুপ্রবেশকারীদের জন্য অসমের সংস্কৃতি, অর্থনীতির অনেক ক্ষতি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে অসমে আন্দোলন চলছিল। তবে এনআরসি–র নামে অসম থেকে বাঙালি তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে যে প্রচার চলছে তা ভিত্তিহীন। অযথা আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই অসমে বহু বাঙালি বাস করে। তারা আমাদের রাজ্যের বাসিন্দা।''

প্রায় একই কথা বলেন বিশ্বভারতীর আরেক অসমিয়া অধ্যাপক শান্তিপ্রসাদ সিংহ। তিনি বলেন, ''আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। তা পূরণ হতে চলেছে। সারা অসমবাসী একে স্বাগত জানাবে নিশ্চয়ই।''

অসমের বাসিন্দা বিশ্বভারতীর গবেষক ছাত্র আজিজুর রহমান সরকার নিজে এন আর সি–র কাজ চলাকালীন হাত লাগিয়ে সেই কাজ করেছেন। তিনি নিজে সরকার নিযুক্ত হয়ে ফিল্ড ভেরিফিকেশনের কাজ করেছেন। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় এনআরসি হলে বাংলাদেশিদের নিয়ে যে রাজনীতি হচ্ছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হওয়াটা জরুরি ছিল। একটা সমস্যা এতদিন ধরে চলছে। তার সমাধান হবে। বাংলাভাষী হলেই বাংলাদেশি বলে যে অপবাদ তা আর থাকবে না। আরএনআরসি নিয়ে গেল গেল রব তোলা হচ্ছে তা মোটেই ঠিক নয়।'

বিশ্বভারতীয় পড়ুয়া অসমের বাসিন্দা বাঙালি ছাত্রী সাগরিকা চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা এই নাগরিকপঞ্জীর জন্য খুব খুশি। আমরা অনেক বেশি সুযোগ–সুবিধা পাব। আগে আমরা বঞ্চিত হতাম অনুপ্রবেশকারীদের জন্য। তবে অসমে যেন কোনও গণ্ডগোল না হয়। আমার পরিবার সেখানে আছে। বাঙালিদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এই প্রচার ঠিক নয়।'

অসমের বাসিন্দা বিশ্বভারতীর অসমিয়া ছাত্রী চিন্ময়ী দাস এনআরসি–কে স্বাগত জানিয়ে বললেন, এনআরসির জন্য জানতে পারলাম আমার রাজ্যে কতজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। সীমান্ত লাগোয়া সব রাজ্যে এনআরসি হওয়া উচিত। সব জায়গায় এটা হলে জানা যাবে কত জন ভারতীয় এবং কত জন অনুপ্রবেশকারী রয়েছে এই সব রাজ্যে। এর সঙ্গে আমাদের দেশের নিরাপত্তাও জড়িয়ে আছে।

সৌজন্যে : স্বস্তিকা

পাঠকের কলমে

নেতার পাড়া

আমার পাড়া নেতার পাড়া কচুবনে ঢাকা,
দিনে রাতে মশা কামড়ায় রাস্তা কাদা মাখা
আমার পাড়া নেতার পাড়া ডোবা পথের পাশে,
যত রাজ্যের আবর্জনা জলের মধ্যে ভাসে।
দুপাশে দালান বাড়ি মধ্যে সরু গলি,
ধূলো কাদার উপর দিয়ে কষ্টে মোরা চলি।'
আমার পাড়া নেতার পাড়া দিনেই নামে আঁধার,
কচুবনে সাপ, ব্যাঙ আর পাড়ায় চাষ মশার।
ভোটের সময় আসেন নেতা হাত পেতে চান ভোট,
সারা বছর ডুমুরের ফুল কামান শুধুই নোট।
ডানের নেতা বামের নেতা দলবদলের নেতা,
জনসেবা চুলোয় গেছে ধান্দা ভোটে জেতা।

রণজিৎ কুমার সরকার,
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর

বিজ্ঞানীরা কী বলছেন?

শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে ভারতের কেরালায় । প্রবল বন্যায় বিপর্যস্ত কেরালা। দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কেরালায় আগস্টের মাঝামাঝি থেকে স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়েছে। কেরালার জলাধারগুলিতে এই অতিরিক্ত জল ধরে রাখার ক্ষমতা নেই বলে বাঁধের জল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন কর্তৃপক্ষ। তার জেরেই ভেসে গেছে গ্রাম থেকে শহর।
লক্ষাধিক মানুষ গৃহহীন। দক্ষিণের রাজ্যের চরম বিপদের মুহূর্তে এগিয়ে এসেছে পাশে দাঁ।য়িছে দেশের সকল রাজ্যের মানুষ। পাশে দাঁড়িয়েছে দল–মত নির্বিশেষে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার। সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলি।
এরকম পরিস্থিতে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আমার বিশ্বাস একমাত্র বিজ্ঞানীরাই প্রকৃত কারণের হদিস দিতে পারবেন। আমাদের প্রত্যাশা ছিল, দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ু উত্তর–পূর্ব দিকে যেতে যেতে বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটাবে। তা না করে, ঠিক কী কারণে একই রাজ্যে দাঁড়িয়ে থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছে?
বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী যে সব পরিকল্পনা দেশে এ পর্যন্ত নেয়া হয়েছে তার মধ্যে কি কোনও ত্রুটি ছিল। বিজ্ঞানীদের কর্তব্য তাদের মতামত প্রকাশ করা। তাদের কাছে আমার এই ক্ষুদ্র অনুরোধ, সত্য ঘটনা সকলে জানুক।

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়,
সল্টলেক

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

প্লাস্টিকের ছোবল

প্লাস্টিক সচেতনতা – প্লাস্টিক নিয়ে সচেতন করতে লাভপুরে ড্রাগনের ছবি এঁকে চার লাইনের ছড়া লিখে অভিনব দেওয়াল লিখন করলো 'বীরভূম সংস্ক'তি বাহিনী'র সদস্যরা। – নিজস্ব চিত্র

নাকাশ গ্রামে ভক্তের ঢল

অভীক মিত্র : শ্রাবণের শেষ সোমবার উপলক্ষ্যে নাকাশ গ্রামের 'মা মঙ্গল চণ্ডী মন্দিরে' কয়েকহাজার ভক্তের ঢল নামলো। গাংমুড়ি গ্রামের প্রাচীন ভদ্রকালী থান সংলগ্ন কুশকনী নদী থেকে জল ভরে লাইন করে পায়ে হেঁটে তা শিবের মাথায় ঢালে। রাজনগর 'আনন্দমঠ' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালনায় পুরো অনুষ্ঠানটি চলে। সন্দীপ সিংহ বলেন, 'বহু মানুষের দান ও সহযোগিতা নিয়ে জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মঙ্গলের জন্য তারা এই উৎসবের আয়োজন করে আসছেন। এবার নবম বর্ষে পদার্পণ করলো'। রাজনগর পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু বলেন, 'রাজনগর বরাবরই শান্তিপূর্ণ এলাকা। এখানে সব উৎসবে হিন্দু – মুসলমান যোগ দেন'। ভক্তদের জন্য ঢালাও পোলাও প্রসাদের ব্যবস্থা ছিলো।

রাজীব গান্ধির জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড়ে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির ৭৫তম জন্মদিবস পালিত হলো। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি,রামপুরহাট বিধানসভার যুব কংগ্রেস সভাপতি আঙ্গুর মিঞা,সম্পাদক মৃন্ময় ঘোষ,সভাপতি শাহাজাদা হোসেন (কিনু),বরকতউল্লা সাহেব সহ কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। পাইকর কংগ্রেস পার্টি অফিসে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির ৭৫তম জন্মদিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পিসিসি–র সদস্য তথা জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল চেয়ারম্যান মহম্মদ আসিফ ইকবাল রাসেল সহ কংগ্রেসের নেতা,কর্মী সমর্থকরা।

বিজেপি নেতাদের নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়,সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মণ্ডল, গণপুরের বিজেপি নেতা শুভ্রাংশু ঘোষকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলে জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নের সময় সিউড়ি প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ছুরিকাহত হয়েছিলেন কালোসোনা মণ্ডল। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন গণপুর গ্রামের শুভ্রাংশু ঘোষ ওরফে খোকন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণপুর পঞ্চায়েত দখল করেছে বিজেপি। জয়ের মূল কারিগর শুভ্রাংশু। তারপর থেকেই তৃণমূলের হুমকিতে কার্যত গৃহবন্দি হয়ে রয়েছে শুভ্রাংশু ঘোষ বলে অভিযোগ উঠেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাদের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। যদিও নিরাপত্তারক্ষী নেবেন না বলে জানিয়েছেন জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায় এবং সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মণ্ডল। সোমবার সকালে সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মণ্ডল টেলিফোনে বলেন, '১৯৮৯ সাল থেকে সংঘের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছি। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না'। আপনার উপর একাধিকবার হামলা হয়ে গিয়েছে তাসত্ত্বেও আপনি নিরাপত্তারক্ষী নেবেন না বলেছেন ? – প্রতিবেদকের এই প্রশ্নের উত্তরে কালোসোনাবাবু বলেন, 'সংঘের কার্যকর্তারাই আমাকে নিরাপত্তা দেবেন'।

কেরলে আটক বীরভূমের যুবকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেরলে চলছে ভয়াবহ বন্যা। মৃত্যুর সংখ্যা সাড়ে তিনশো ছাড়িয়েছে। কেরলে শ্রমিক,রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বন্যায় আটকে পড়েছে বোলপুর থানার কাঁকুটিয়া গ্রামের দশ এবং নলহাটি–১ নং ব্লকের আসানডাঙা গ্রামের বারোজন যুবক। জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে অসহায় পরিবারগুলি।

অ্যাসিড হামলা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ত্রী তনুজা খাতুন এবং শ্যালিকার শরীরে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগ উঠলো নলহাটি পুরসভার ১০নং ওয়ার্ডের রনি শেখের বিরুদ্ধে। রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুই বছর আগে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো করিমপুরের তনুজা ও নলহাটির রনি। রনি শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে ১৭ই আগস্ট রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে পাচঁদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিতর্কে প্রশাসনিক আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'অনুব্রত ফ্যানস ক্লাবে'র উদ্যোগে গত ১৫ই আগস্ট সকালে রক্তদান শিবির হয় নলহাটি–১ কৃষক বাজারে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি–১ নং ব্লকের বিডিও জগদীশচন্দ্র ঘাড়ুই,ওসি অর্ণব গুহ,বিএমওএইচ অনঘ বন্দ্যোপাধ্যায়। পোশাকের উপর অনুব্রতর ছবি দেওয়া ব্যাজ পড়েন নলহাটি থানার এএস আই শুভজিৎ ঘোষ। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

খুন তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সন্ধ্যায় কীর্নাহার থেকে ফেরার পথে বলরামপুর গ্রামের কাছে দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমা,গুলিতে ঘটনাস্থলে মারা গেলো সাগর শেখ নামে এক তৃণমূল নেতা। বাড়ি লাভপুর থানার কাজিপাড়া গ্রামে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খুন স্বর্ণ ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিপ্রটিকুরি গ্রামে ডাকাতি করতে এসে হাত পা বেঁধে স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিপদতারণ সিংহ (৫৫) কে খুন করলো ডাকাতরা। খাটের তলা থেকে দেহ উদ্ধার হয়। বাসস্ট্যান্ডে সোনা রুপোর দোকান আছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লাভপুর থানার পুলিশ।

লজে মধুচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ যাওয়ার রাস্তার একটি লজ থেকে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগে সাত মহিলা,ছয় পুরুষ এবং হোটেলের দুই কর্মীকে আটক করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'সবুজসাথী' প্রকল্পে পাওয়া সাইকেলে নেই বেল,তালা। অসম্পূর্ণ সাইকেল পাওয়ার প্রতিবাদে মল্লারপুর আস্তা মোড়ে ৬০নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো টেকেড্ডা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

প্লাস্টিক মুক্ত মহেশতলা গড়ার সংকল্প

বরুণ মণ্ডল : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতটি পুরসভার মধ্যে পথ প্রদর্শক রূপে রজতজয়ন্তী বর্ষের মহেশতলা পুরসভা প্লাস্টিক মুক্ত পুরসভা গড়ার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত রূপে গত ১ আগস্ট থেকে অভিযান শুরু করল। এদিন স্থানীয় উৎপল দত্ত মঞ্চে স্থানীয় পুরবাসী–ব্যবসায়ী সমিতি, পুর আধিকারিক ও পুর প্রধান পারিষদদের উপস্থিতিতে পুরপ্রধান তথা স্থানীয় বিধায়ক দুলাল চন্দ্র দাস বলেন, প্লাস্টিক কিভাবে পুর কর্তৃপক্ষকে হয়রানির সৃষ্টি করেছে তা পুরবাসী একটু বুঝুক। মহেশতলায় এখনও ড্রেন সিস্টেম কিছুই তৈরি হয়নি। যে ক'টি খোলা নিকাশি নালা আছে সেই ড্রেনগুলি প্লাস্টিক দ্বারা ভর্তি হয়ে নালা আটকে যায়। এরপর সুয়ারেজ লাইনগুলিকে প্লাস্টিক বন্ধ করে দেবে। যত্রতত্র প্লাস্টিক ডাঁই হয়ে থাকাটাও একটা দৃষ্টিদূষণ। দুলালবাবু বলেন, আজ পয়লা আগস্ট থেকে প্রচার কার্য শুরু করা হল। আগামী ১ অক্টোবর পর্যন্ত দীর্ঘ ৬২ দিনব্যাপী মহেশতলা পুরসভার ৪৪.১৭৫৮ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমান বিশিষ্ট এলাকার পাড়ায় পাড়ায় বাজারে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ পুরবাসীর দোরে দোরে গিয়ে প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য, ব্যানার, পোস্টারিং, স্লাইড দেখানো থেকে স্থানীয় 'স্বস্তিকা নৃত্য অ্যাকাডেমি'র নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরবাসীর কাছে অনুরোধ আবেদন জানানো হবে প্লাস্টিক মুক্ত মহেশতলা গড়ার কথা। এরই সঙ্গে দু'লক্ষ ব্যাগ তৈরি করা হবে। একটা বড়ো ব্যাগ সবজি বাজারের জন্য আর একটি ছোটো ব্যাগ মাছ–মাংসের জন্য। আগামী দোসরা অক্টোবর থেকে মহেশতলা পুর এলাকার প্রতিটি পরিবারকে আমরা দু'টো করে ব্যাগ দেওয়ার কাজ শুরু করব। দেখুন ব্যাগ দেওয়াটা বড়ো বিষয় নয়, প্লাস্টিক মহেশতলা থেকে মুছে দেওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো বিষয়। পুরপ্রধান বলেন, মহেশতলা পুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে প্লাস্টিক কারখানা রয়েছে। রেকর্ড দেখে বলতে হবে আমরা ক'টা প্লাস্টিক কারখানাকে ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছি। খুব সম্ভবত, চার থেকে পাঁচটি প্লাস্টিক কারখানা এই পুর এলাকায় আছে। আগামী দু'মাসের মধ্যে সে সবই বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরই সঙ্গে বড়োবাজার থেকে কিনে নিয়ে মহেশতলায় প্রবেশ করা ও তা ব্যবহার করাটাও বন্ধ করার ব্যবস্থা হবে।

সমগ্র মহেশতলা পুর এলাকা জুড়ে এই ধরনের আইইসি অ্যাক্টিভিটিস–এর কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি বাড়ির গেটের সামনে ডেঙ্গু প্রতিরোধ জন সচেতনতা পোস্টার দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ : বরুণ মণ্ডল

উপ পুরপ্রধান জনাব আবুতালের মোল্লা বলেন, এর আগেও ২০১৫ সাল নাগাদ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল মহেশতলা পুর এলাকা থেকে প্লাস্টিক বর্জন করার ব্যবস্থাপনা। আমরা তখন এ কাজে ৫০ শতাংশ সফল হয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় শতাধিক বর্ষে পুরনো বজবজ পুরসভা ও অত্যাধুনিক পুরসংস্থা কলকাতা, সেখানে একবিংশ শতাব্দীর একের দশকেও প্লাস্টিক দূষণ রোধে কোনও ব্যবস্থাপনা তারা গড়ে তুলতে পারেনি। সেজন্যই সে সময় মহেশতলা পুর এলাকাকে প্লাস্টিক মুক্ত শহরে রূপ দিতে পারা যায়নি। আবুতালেব বাবু আরও বলেন, চন্দননগর পুরসভা, দার্জিলিং যদি প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়তে পারে, তাহলে আমরা কেন পারব না। আজ আমরা অঙ্গীকার বদ্ধ হলাম, মহেশতলাকে প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়ে তুলবই। এবং এই পুর এলাকার যেখানে যেখানে প্লাস্টিক কারখানা আছে সেখানে 'রেড' করে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে। আর দোসরা অক্টোবরের পর থেকে আমরা ক্রেতা ও বিক্রেতা যারাই প্লাস্টিক ব্যবহার করবে, তাদের আমরা বড়ো সংখ্যার অর্থ ফাইন করা হবে। বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে হাজার টাকা পর্যন্ত ফাইন করা হবে।

এদিনের 'প্লাস্টিক দূষণ রোধে' আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, পুরপ্রধান পারিষদ তাপস হালদার, সুকান্ত বেরা, পীযূষ দাস, রাজিয়া খাতুন, রেবা কয়ালসহ অন্যান্য পুর প্রতিনিধিরা। পুর সচিব সজল সূর, অর্থ দফতরের আধিকারিকগণ, স্থানীয় ক্রেতা ও ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী ঃ এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার উত্তর ভাঙনখালি গ্রামে। মৃতার নাম রেশ্মিনা গাজী(২১)। সোমবার রাত বারোটা নাগাদ নিজের ঘর থেকেই উদ্ধার হয় এই সদ্য বিবাহিত গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ। বিষয়টি জানতে পেরেই মঙ্গলবার সকালে বাসন্তী থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য মৃতার স্বামীকে আটক করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত প্রায় ৩ মাস আগে প্রেম করে বাসন্তী থানার চাঁদখালি গ্রামের রেশ্মিনার সাথে বিয়ে হয় উত্তর ভাঙনখালি গ্রামের বাসিন্দা আকবর গাজীর। বাসন্তীর সুকান্ত কলেজে পড়াশুনা করার সময় থেকেই দুজনের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা গড়ে ওঠে। আকবর কলকাতায় একটি শপিং মলে কাজ করে। সোমবার সন্ধ্যায় শাশু।ি মালেকা গাজীর সাথে চা খাওয়া নিয়ে অশান্তি হয় রেশ্মিনার এরপরে রাতেই শাশুড়িকে খেতে দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে যান ওই গৃহবধূ। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ রেশ্মিনার স্বামী আকবর বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পরেও স্ত্রী দরজা না খুললে ঘরের জানালা ভেঙে উঁকি মেরে দেখেন ভিতরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে স্ত্রী। এরপর মাকে ডেকে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে রেশ্মিনার দেহ উদ্ধার করে। মঙ্গলবার সকালে বাসন্তী থানার পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে রেশ্মিনার পরিবারের তরফ থেকে বাসন্তী থানায় একটি খুনের অভিযোগ করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

ক্যানিংয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ত্রাণ সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেরালায় বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য পথে নামলো তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শুরু হয় ত্রাণ সংগ্রহের কাজ। এদিন সকালে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে জড়ো হয়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ত্রাণ সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। ক্যানিং বাজারের বিভিন্ন ব্যবসায়ী, দোকানদার থেকে শুরু করে পথ চলতি সাধারণ মানুষের কাছে দান পাত্র নিয়ে এগিয়ে যান তারা। ক্যানিং ব্লক জুড়ে আগামী কয়েকদিন ধরেই চলবে এই ত্রাণ সংগ্রহের কাজ। তারপর এই ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। আর সেখান থেকেই কেরালায় বন্যা দুর্গতদের কাছে এই ত্রাণ পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছেন ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কর্মীরা। ত্রাণ সংগ্রহের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষজন।

বজবজে ছাতা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে বজবজ ১ ও ২ নম্বর ব্লকে দুঃস্থ সবজি ও মৎস্য বিক্রেতাদের ছাতা বিতরণ করা হল। বজবজ ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য বলেন, শীত–গ্রীষ্ম–বর্ষা মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেক ব্যানার্জীই হলেন গরিব মানুষের ভরসা। বজবজ–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, আমাদের ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলের বাজার এলাকার দুঃস্থ ব্যবসায়ীদের ছাতা বিতরণ করা হয়েছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর এই মহৎ উদ্যোগে এলাকার মানুষ খুশি। ছাতা বিতরণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বপন রায়,

ডাঃ তরুণ রায়, তারক চক্রবর্তী, শেখ বাপী, কৃষ্ণ মণ্ডল প্রমুখ তৃণমূল নেতৃবর্গ।

কুলতলিতে দল বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুলতলি ব্লকে মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর গ্রামপঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ছিলো তৃণমূল –১, সিপিএম –৭, এসইউসিআই –১১ জন । বৃহস্পতিবার বিকেল ৩–৩০ সময় রাজপুর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি সঞ্জীব সরকারের কার্যালয়ে তৃণমূল যোগদান করেন সিপিএম থেকে আসা সাত জন ও দুজন এসইউসিআই সদস্য। জয়নগর লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মন্ডল মোট ৯ জনের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন । এই সাত জন হোল শংকর দাস,মানবেন্দ্র শিট,নামিতা জানা,গৌরি রাণী গিরি ,তুশার কান্তি মণ্ডল, শ্যামলী দাস,প্রতিমা মান্না নস্কর,স্বপন হালদার ও পল্লবী হালদার । উপস্থিত থাকেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আইএনটিটিইউসির সভাপতি শক্তি মণ্ডল ও সঞ্জীব সরকার।

পুর ঠিকা কর্মীদের বেতন বাড়ছে না

প্রথম পাতার পর

২৬ দিনই তাদের কাজ। এই রকম একটা অসহনীয় প্রক্রিয়ায় ক্যাজুয়াল কর্মীদের দীর্ঘদিন যাবৎ রাখা হয়েছে। ঠিকা মজদুররাও ইএসআই ও পিএফ–টা পেয়ে থাকে। আছে তাই পায়। অবিলম্বে ক্যাজুয়াল কর্মীদের ইএসআই ও পিএফ–এর বিষয়টি ভেবে দেখা হোক।

ওই প্রবীণা পুরপ্রতিনিধি অধিবেশন কক্ষে আরও বলেন, আর মাসিক বেতন বছরে দু'বার বৃদ্ধি পায়। কন্ট্রাকচুয়াল ও ক্যাজুয়াল মাসিক বেতন ৬,৫০০ টাকা বৃদ্ধি পায় কতো?

বছরে ১০০ টাকা প্রতি এক টাকা বৃদ্ধি। এটা কোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের শ্রমজীবী শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি হতে পারে না। অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী এদের মাসিক বেতন ১৮ হাজার টাকা বলা হয়েছে। দীর্ঘ দিন যাবৎ কন্ট্রাকচুয়াল ও ক্যাজুয়াল কর্মীদের মাসিক বেতন সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। সেজন্যই আমি মাসিক বেতন বাড়ানোর পরিকল্পনা জানতে চেয়েছিলাম। আশা রাখি মহানাগরিক এ বিষয়ে বিশেষভাবে ভাববেন।

মহানাগরিক জবাবি উত্তরে বলেন, স্বাস্থ্য দফতরের বিষয়টা এর মধ্যে আসেনি। ওটা বিবেচনাধীন আছে। অল্প দিনের মধ্যে এটার সমাধান করতে পারবো বলে বিশ্বাস করি।

একটা সমাধান হবে বলে আমি আশা রাখি। আর যে বিষয়টি রত্নাদি বলছেন, আছে কী নেই, আছে কী নেই, যতো করতে চান, ততটা আমি করতে পারি, যতটা দিতে চান, আমি ঠিক ততোটাই দিতে পারি।

পুকুরের জলের রমরমা কারবার

প্রথম পাতার পর

যা ওই সংস্থাটির নেই। কারখানাটি থেকে উদ্ধার করা জল পরীক্ষার জন্য সরকারি ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গাইঘাটা এলাকায় এই জলের কারবার তো জাঁকিয়ে বসেছিল। ২০ লিটার জলের জার রীতিমতো ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। গাইঘাটা এলাকায় আর্সেনিকের প্রবণতা উচ্চমাত্রায় থাকার কারণে ওই পুকুরের জলে আর্সেনিক থাকার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, কি প্রক্রিয়ায় পানীয় জল পরিস্রুত করা হতো, তা কখনও কাউকে দেখতে দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে গাইঘাটা থানার ওসি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মূলত এই বিষয়টি দেখছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ! তাদের অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা রুজু করা হয়েছে।' তবে 'তদন্তের স্বার্থে এর বেশি কিছু বলা যাবে না' বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পুলিশ ও ডিইবি সূত্রে জানানো হয়, পানীয় জলের ব্যবসার প্রাথমিক শর্ত হল জলের গুণমান বিশ্লেষণ। এ কারণে জল পরীক্ষার জন্য একজন কেমিস্ট রাখা বাধ্যতামূলক। তিনিই জল পরীক্ষা করে শংসাপত্র বা ছাড়পত্র দেবেন। কিন্তু এই কারখানায় কোনও কেমিস্ট ছিলেন না।

প্রসঙ্গত, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় এরকম বেআইনি জলের কারবারের হদিশ এই প্রথম নয়। এর আগে আমডাঙা, বাগদা, অশোকনগর, গোপালনগর এলাকাতেও এ ধরনের কারখানা ডিইবি সিল করেছে। গ্রেফতার করা হয়েছে কয়েকজনকে। এসত্ত্বেও পানীয় জলের এই বেআইনি কারবার বন্ধ হয়নি। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নজরদারির অভাব আছে বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

গোসবায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা

গোসাবা ঃ–বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী, সেই কারণেই বাড়িতে চা।ও হয়ে বিজেপি কর্মীদের কে মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা থানার বিপ্রদাসপুর পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর গ্রামে। অভিযোগ তৃণমূল দুষ্কৃতী.দের মারে এক মহিলা সহ তিন জন গুরুতর জখম হয়েছেন।আক্রান্তদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন।আক্রান্তরা হল স্বপন দাস,বাদল দাস,শম্পা দাস।শুধু মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়াই নয়, স্বপন দাস ও বাদল দাস নামে ওই বিজেপি কর্মীর বাড়িও ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ।অভিযোগের তীর অবশ্য স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দিকে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।এ বিষয়ে আক্রান্তরা গোসাবা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে পুলিশ গেলে উল্টে ৩০৭ ধারায় কেস দিয়ে গ্রেফতার করে কোর্টে চালান করে।

যদিও আক্রান্ত বিজেপি কর্মী স্বপন দাস ও বাদল দাস গত মঙ্গলবার আলিপুর আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন

দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় বিজেপি দল করেন। কার্যত এলাকায় তারা বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবেই পরিচিত। এবারও পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন সকলেই।সোমবার সকালে বেশ কিছু সরকারি আধিকারিক চণ্ডীপুর গ্রামে যান কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সার্ভে করতে। অভিযোগ গ্রামের মধ্যে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি গুলিতে সার্ভে না করায় সরকারি আধিকারিকদের কাছে জানতে চান স্বপন দাস ও বাদল দাস। সরকারি আধিকারিকদের পিছনে থাকা বেশ কিছু তৃণমুল আশ্রিত দুষ্কৃতী লাঠি–সোডা নিয়ে আচমকা দুপুরে চড়াও হয় স্বপন ও বাদল দাসের উপর । অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাড়ির মহিলারা আক্রান্তদের উদ্ধার করতে গেলে তাদের কে শ্যামল রাউ,সমীর রাউ,রঞ্জন নায়েক,পঞ্চানন দাস ব্যাপক মারধর করে এবং বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ।

বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সার্ভের জন্য গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যেখানে যাওয়ার কথা,সেখানে বাছাই করে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি গুলো বাদ দেওয়া হচ্ছিল,সেই ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে পিছনে থাকা তৃণমূল দুষ্কৃতীরা আমাদের বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ করে ব্যাপক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়।

যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এটা ওদের পারিবারিক গণ্ডগোল,তৃণমূলের নামে বদনাম করে এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে ফায়দা তুলতে চাইছে।

৭৫০ জন মহিলা রক্তদান করলেন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সকাল থেকে প্রচুর মহিলাদের ভীড় দেখে সোনারপুর এলাকার মানুষ ভেবেছিলো এখানে কোনও মন্দির আছে। শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য মহিলাদের বহু দূর পর্যন্ত লম্বা লাইন পড়েছে। কিন্তু বাস্তবে না। তৃণমূল মহিলা সংগঠনের লাইন। কিন্তু এতো মহিলা কিসের জন্য লাইন দিয়েছে যা সোনারপুরবাসী কোনো দিন দেখেনি। ডি জে বক্সের আওয়াজ দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল রক্ত দান শিবিরের ঘোষণা। সেদিন ৭৫০জন মহিলা রক্ত দিতে এসেছিলেন। এদিন সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক জীবন মূখোপাধ্যায়ের উদ্দ্যোগে সোনারপুরে দক্ষিনের ১৬টি ওয়ার্ড থেকে মহিলারা রক্ত দান করেন। রক্তদান শিবির ছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। চক্ষু, হার্ট, অর্থোপেডিক বিভাগের শিবিরও খোলা হয়। জীবন বাবু সেদিন উচ্চস্বরে ঘোষণ করছিলেন সোনারপুর পুরসভা খুলে দেওয়া হয়েছে আপনারা সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নিন। সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায় সেদিন বুদ্ধিবলে সুন্দর ভাবে কন্ট্রোল করেছেন। এদিন উপস্থিত থাকেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায় , সাংসদ জয়নগর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী প্রতিমা মন্ডল, সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম , রাজ্যসভা সাংসদ শুভাশিষ চক্রবর্তী এবং রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা সরকার , আইএনটিটিইউসি কার্যকরী সভাপতি সঞ্জীব সরকার ও অন্যান্য কাউন্সিলরদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন সোনালী রায় , সৌমেন ঘোষাল। বিমান বাবু বলেন – রক্তের কোনো জাত পাত বা পরিচয় নেই। যখন রক্তের দরকার হয় মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তখন আমরা রক্তের জন্য দৌড় ঝাঁপ করি। তখন দেখিনা কোন রক্ত হিন্দু কোন রক্ত মুসলিমের। তখন প্রাণ বাঁচাবার জন্য এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে দৌড় ঝাঁপ করি রক্তের জন্য। আজ এই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে মহিলারা যে ভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে রক্ত দিচ্ছেন আমি স্তম্ভিত।

নাম পরিবর্তন

আমি আলিপুরের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৪/৮/২০১৮ তারিখের এফিডেভিট বলে আমার ডাক নাম কমলা দাসের পরিবর্তে আমার প্রকৃত নাম সুলেখা দাস বলে পরিচিত হইলাম। সুলেখা দাস ও কমলা দাস এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

সুলেখা দাস
গ্রাম–মাতলা ৪ নম্বর বাজার
থানা ও পোঃ – ক্যানিং
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

আমি আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ২০/০৬/২০১৮ তারিখের এফিডেভিট বলে আমার ডাক নাম বাপি হালদারের পরিবর্তে কার্তিক হালদার নামে পরিচিত হইলাম। আমার নামের প্রকৃত ইংরাজি বানান KARTTIK HALDER হবে। কার্ত্তিক (KARTTIK) হালদার, কার্ত্তিক (KARTTICK) হালদার ও বাপি হালদার এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

কার্ত্তিক হালদার
গ্রাম ও পোঃ দক্ষিণ মোকামবেড়িয়া
থানা– বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

আমি আলিপুর আলিপুরের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ১৯/০৮/২০১৮ তারিখের এফিডেভিট বলে মনোরঞ্জন সরকারের পরিবর্তে রামকৃষ্ণ মণ্ডল বলে পরিচিত হইলাম।

রামকৃষ্ণ মণ্ডল
ডি–১৯৫, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউন
থানা– যাদবপুর, কলকাতা–৭০০ ০৯৪

মহানগরে

পুর কর্মীদের পোশাক প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ বঙ্গে এখন ভরা বর্ষাকাল জারি রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য, জঞ্জাল, সাফাই, নিকাশি পরিষেবার কাজে যুক্ত রয়েছে এবং ১০০ দিনের পুর সমস্ত দফতরের কর্মীরা যে কাজ করছে, তাদের যথার্থ সরঞ্জাম যেমন বর্ষাতি, ড্রেস, বুট, গ্লাভস ইত্যাদি দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের দেওয়া হচ্ছে না। কলকাতার ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি মধুছন্দা দেবের প্রশ্ন ওই সরঞ্জামগুলি দেওয়ার বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার কোনও দৃষ্টি আছে কী? এ বিষয়ে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'কলকাতা পুরসংস্থা জল সরবরাহ, নিকাশি, আলো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মচারীদের এ বিষয়ে পুর মহাধ্যক্ষের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এবং টেন্ডার প্রক্রিয়া করবার কাজ শুরু হয়েছে।' মহানাগরিক এও জানান, 'আশা করছি কিছুদিনের মধ্যে এগুলো পুরসংস্থা সরবরাহ করে দিতে পারবে।'

৫২টি বাড়ি নতুন করে গড়ার নোটিশ

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুরসংস্থার সর্বমোট ১৬টি বরো এলাকার সর্বমোট ৫২টি বিপজ্জনক বাড়ি চিহ্নিত করে পুর বিল্ডিং আইনের নয়া ধারা ৪১২–এ মোতাবেক নোটিস পাঠিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। এই বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে নতুন করে নির্মাণের জন্য এই বাড়িগুলিকে অনুমোদন দিয়েছে পুরসংস্থা।

গত ২১ আগস্ট পুর অধিবেশনে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, বিধান সরণির ২ নম্বর বরো এলাকার ৮টি বাড়ি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর ৪ নম্বর বরো এলাকার ৮টি বাড়ি, হগ স্ট্রিটের ৬ নম্বর বরো এলাকার ৪টি বাড়ি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোডের ৭ নম্বর বরো এলাকার ১টি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ট্র্যাঙ্গুলার পার্কস্থিত ৮ নম্বর বরো এলাকার ১টি এবং যাদবপুরের গড়ফা মেন রোডের ১২ নম্বর বরো এলাকার ১টি করে বাড়িকে নতুন করে নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৪১২–এ ধারা হেয়ারিং এর প্রক্রিয়াও জারি রয়েছে। এদিন কলকাতার প্রায় ১২০০টি খুবই বিপজ্জনক বাড়ি নিয়ে ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুরপ্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আইনানুযায়ী পুরসংস্থা কলকাতার বিপজ্জনক বাড়ির সংখ্যা সমাধানের দিকে এগোচ্ছে।

এর আগে কেউ এভাবে বিপজ্জনক বাড়ি নিয়ে কাজ করেনি। পুর সূত্রে খবর, বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের আলোচনার তালিকায় ২০৫টি বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে। এই যে বাড়িগুলি নিয়ে পুর বিল্ডিং দফতর আলোচনা চালাচ্ছে। আগামী দিনে এইসব বিপজ্জনক বাড়িগুলিকেও নতুন করে গড়ার

অনুমোদন পাঠানো হতে পারে।

এর মধ্যে ১৩টি বাড়ি নিয়ে এ মুহূর্তে কেন্দ্রীয় পুর ভবনে শুনানি চলছে। দু'নম্বর বরোর একটি, চার ও পাঁচ নম্বর বরোর মোট ১১টি এবং ৮ নম্বর বরোর একটি। এদিন মহানাগরিকের পেশ করা পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কলকাতার ১৬টি বরোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে চার নম্বর বরোতে। ওয়ার্ড নম্বর ২১–২৮, ৩৮ ও ৩৯।

পাথুরিঘাটা লেন, পোস্তা এলাকা, বড়বাজার, বউবাজার ইত্যাদি। এদিন দেবাশিস বাবু পুর অধিবেশনে জানতে চান, পুরসংস্থা বিপজ্জনক বাড়ির যে আইন রয়েছে (৪১২–এ), তার অনেক সীমাবদ্ধতা জন্য প্রণয়ন করতে গিয়ে পুর আধিকারিকরা সুবিধায় পড়ছেন। এই সীমাবদ্ধতার সংশোধন চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে পুরসংস্থা কী কোনও প্রস্তাব পাঠিয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক বলেন, ৫২টি বাড়িতে এরই মধ্যে নয়া বিল্ডিং আইনের ৪১২–এ ধারা অনুযায়ী নতুন করে গড়ার অনুমোদন পাঠানো হয়েছে। আইনানুযায়ী আরও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এখন বাড়ির মালিক ও প্রোমোটারের বা ডেভলপার সকলের স্বত্ব থাকে। তাই পুরাতন বাড়িটি যতোটা জায়গায় ছিল তার ১০০ শতাংশ অতিরিক্ত এফএআর (ফ্লোর এরিয়া রেশিও) দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এনআরসি'র বিভিন্ন দাবি নিয়ে ৩০ আগস্ট রাজভবন অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : অসমে ৪০ লাখ মানুষের নাম এনআরসির চূড়ান্ত খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ে বেনাগরিক ঘোষিত হয়েছে। এইসব মানুষের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যেকে ভারতীয় নাগরিক, নানা কাগজপত্রের সমস্যা ও অন্যান্য সামান্য ত্রুটি–বিচ্যুতির কারণে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় কিছু অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষ আছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের অধিকাংশ বাঙালি, সংখ্যায় অধিক হিন্দু বাঙালি। বলে জানান জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ফর বাঙালি রিফিউজির সভাপতি সুকৃতীরঞ্জন বিশ্বাস। সম্প্রতি প্রেস ক্লাবের এই সংগঠন সহ আরও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন তাদের সভাপতি ও সম্পাদকেরা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাণী রাসমনী এস্টেটের শ্যামলী দাসও পাশে দাঁড়িয়েছেন এঁদের। সেদিনের সম্মেলনে সকলে দাবি করে বলেন তাদের আবেদন পুনর্বিবেচনার সময় ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের আবেদন বিচার করা হোক, যাতে কোনও ভারতীয় নাগরিকের নাম তালিকা থেকে বাদ না যায়। সুপ্রিমকোর্ট এ ব্যাপারে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিয়র ঘোষণা করার কথা জানিয়েছে। এ ব্যাপারে

২৪ আগস্টের মধ্যে ৮টি সংগঠনের মতামত ও পরামর্শ এফিডেভিট আকারে জমা দেবার সুযোগ দিয়েছে। তার মধ্যে আমাদের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ফর বাঙালি রিফিউজিস একটি সংগঠন।

যাদের নাম তালিকায় উঠেছে, তাদের কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে যাতে হয়রানি না করা হয়, সে ব্যাপারে মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রয়েছে। এই শাস্তির ব্যবস্থা রদ করার চক্রান্ত চলছে, আমরা তার বিরোধিতা করছি। আমরা সে কথাও আদালতকে জানাবে বলে জানান তারা। বিজেপি দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে নিম্নতম প্রচারক ও সংঘ পরিবার সারা দেশে এনআরসি কার্যকরী করার কথা বলছেন এবং হুমকি দিচ্ছেন এই রাজ্য থেকে এক কোটি অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে বের করে দেবেন। আসলে এমন এক কোটি মুসলমানকে বের করে দেবার ইঙ্গিত করে একশ্রেণির হিন্দুকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করছে। নেতারা যখন এই কথা বলছেন বাস্তবত তারা হিন্দুদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলছেন। কারণ ২০০৩ সালে বিজেপি সরকারের আমলে যে আইন তৈরি হয় তার ২(১)(বি) ধারায় হিন্দুদেরও অনুপ্রবেশকারী বলা হয়েছে, যারা বিনা পাসপোর্টে ভারতে এসেছেন। সেই আইন এখনও বলবৎ আছে।

ওইসব নেতারা বলছেন যে, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৬ পাশ করিয়ে তারা হিন্দু–বৌদ্ধদের নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করেছেন। এটা ডাহা মিথ্যা কথা। ওই বিলের বিষয়বস্তুতে নাগরিকত্ব শব্দটাই নেই। ১৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ওই বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ ব্যাখ্যা করে একটি লিখিত বিবৃতি দেন। তাতে লেখেন– ওই বিল পাশ হলে হিন্দু–বৌদ্ধরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কিন্তু সেই সুযোগটুকু তারা কাজে যাতে না লাগাতে পারেন তার জন্য ৩টি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব।

তারা আরও বলেন এই রাজ্যের সরকারের যদি রাজ্যের মুসলমানের প্রতি দরদ থাকে, তাহলে তাদের রাজ্যের স্থানীয় মানুষ ঘোষণা করে তাদের প্রতি বিজেপি যেভাবে অনুপ্রবেশকারী বলে আঙুল তোলার চেষ্টা করছে, তা বন্ধ করে দিক। এই সব দাবিতে ৩০ আগস্ট হিন্দু–মুসলমান ও দলমত নির্বিশেষে সবার মিলিত মিছিল ও সমাবেশ, রাজভবন অভিযান শুরুরু হবে বেলা ১২টা থেকে জমায়েত হবে অসম ভবনে ও তারপর সভার আয়োজন করা হয়েছে রাণী রাসমণি অ্যাভিনিউতে।

সমুদ্রের নিচে চুন মিশ্রিত কর্দম ও বালির সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের উপকূলে ভারতের ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের সামুদ্রিক অনুসন্ধান বিভাগ উচ্চমানের চুন মিশ্রিত কর্দম ও বালির সন্ধান পেয়েছে। দেশের ইস্পাত শিল্পে ব্লাস্ট ফার্নেসের জন্য প্রয়োজনীয় চুনাপাথরের প্রয়োজন এই সামুদ্রিক ভাণ্ডার থেকে মিটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে বিদেশ থেকে এই চুনাপাথর আমদানি করতে হয়। ভারতের ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ, জিএসআই–এর মহানির্দেশক ডঃ দীনেশ গুপ্ত কলকাতায় একথা জানিয়ে বলেছেন, জিএসআই–এর গবেষণা জাহাজ সমুদ্র রত্নাকর আরব সাগরের নীচে অনুসন্ধান চালিয়ে ৭২ হাজার মিলিয়ন টন চুন মিশ্রিত কর্দমের সন্ধান পেয়েছে। এই বস্তুটির রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, সিমেন্ট, ফিলার শিল্প এবং ইস্পাত শিল্পের ব্লাস্ট ফার্নেস নির্মাণের জন্য এটি উপযুক্ত এবং বিভিন্ন শিল্প সংগঠন এই সামুদ্রিক ভাণ্ডারকে কাজে লাগানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে তিনি জানান।

এছাড়াও কেরালা উপকূলের নিচে জিএসআই–এর অনুসন্ধান শাখা ৭৪৫ মিলিয়ন টন বালির সন্ধান পেয়েছে। এই বালি নির্মাণ শিল্পের ব্যবহারের উপযুক্ত। এছাড়া উপকূল অঞ্চল থেকে বালি উত্তোলনের কাজ পরিবেশবান্ধব এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অনুষ্ঠানে ডঃ গুপ্ত জানান, ২০১৯–২০ অর্থবর্ষে জিএসআই সারা দেশে তাদের অনুসন্ধানের কাজ দ্বিগুণ করে ৪০০টি প্রকল্প এলাকায় কাজের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করতে চলেছে। **পিআইবি**

অর্থনীতির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা

অর্থনীতির স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালো জানালেন কেন্দ্রের সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ আগস্ট কলকাতায় মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সে ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে এক আলোচনার সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন ভারত সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক সেক্রেটারি আইএএস সুভাষ চন্দ্র গর্গ। তিনি বলেন ভারত ২০৩০–এর মধ্যে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে পারদর্শী হয়ে উঠবে। বর্তমানে ভারতের অর্থনীতি ২ ট্রিলিয়ন ডলার। যেখানে চিন ১২ ট্রিলিয়ন ডলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার বিশ্বের অর্থনীতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যাতে চিন সবথেকে বেশি অবদান রেখেছে। এবার সময় এসেছে ভারতের এখন অবদান হবে আরও বেশি। ২০০৩ সাল থেকে ভারত ৬ শতাংশ হারে তার অর্থনীতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উল্লেখ্য জিএসটি এবং মুদ্রাস্ফীতিকরণের বছরে অর্থনীতি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৭ শতাংশ। তিনি আরও বলেন গত বছর ৬.৬ মিলিয়ন ব্যবসা নথিভুক্ত ছিল জিএসটির আওতায়। আর এবছর

তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ মিলিয়নে। আয়কর দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪ কোটি। সবাই এখন সুষ্ঠ ভাবে কর জমা করছেন। ২০১৩ সাল থেকে রিয়েল এস্টেটের এক আমূল পরিবর্তন এনেছে। যার পরিসংখ্যান বলছে ৩২ লক্ষ কোটি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ লক্ষ কোটি গত ৩ বছরে। আর আসছে ৩ বছরে বলা যায় তা বেড়ে দাঁড়াবে ৭২ লক্ষ কোটি। তিনি শক্তি এবং বিদ্যুৎ দফতর নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, ২০২২–এর মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট প্রাকৃতিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তিনি সেক্ষেত্রে বলেন ৮–১০ বছর পর থেকে আর পেট্রোল ডিজেলে গাড়ি চলবে না। সর্বোপরি তিনি বলেন, টাকা অনুযায়ী ভারতের জিডিপি বর্তমানে ১৭০ লক্ষ কোটি। যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিনের আলোচনা সভায় এমসিসিআই–এর সভাপতি রমেশ আগরওয়াল তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার সবথেকে বেশি। এছাড়াও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআই–এর সহ সভাপতি ভিশাল ঝঝোরিয়া।

আইনের আয়নায়

রাজ্যের ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার টাউন হলে এক বৈঠকের মধ্য দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাব্লিশমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপেরেন্সি) অ্যাক্ট–২০১৭' গঠনের ঘোষণা করেন।

বিলটি পাশ হয় মার্চের শুরুতেই। বেসরকারি হাসপাতালগুলি পরম্পরায় সময় সুযোগ মতো সাধারণ মানুষকে হয়রান করে চলেছে। কর্তব্যের অবহেলার কারণে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর জন্য বে–সরকারি হাসপাতালের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। এই হাসপাতালগুলির অস্বাভাবিক বিলিং–এর প্রবণতা আটকাতে নানাবিধ শর্ত আরোপ করেছে। তাতে কী বলা রয়েছে—

১) পথ দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অ্যাসিড হামলার শিকার হওয়া মানুষ এবং রেপ ভিক্টিমদের চিকিৎসা হাসপাতালগুলিকে অবিলম্বে শুরু করতে হবে। তাঁদের চিকিৎসার ব্যয় বহন করার সামর্থ থাক বা না থাক। তার পরে সেই অর্থ রোগীর পরিবারের কাছ থেকে সময় সুযোগ মতো ওই বেসরকারি হাসপাতাল আদায় করে নিতে পারবে।

(২) বিল না মেটানোর জন্য

মৃতদেহ আটকে রাখা যাবে না।

(৩) রোগীকে ছুটি দেওয়ার সময় ডিসচার্জ সামারির সঙ্গে চিকিৎসার সমস্ত নথি বিশদ বিবরণ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

(৪) হাসপাতালগুলিকে বিভিন্ন চিকিৎসার পরিষেবা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মূল্য বেঁধে দিতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই যেন রোগীকে তার অতিরিক্ত মূল্য বহন করতে না হয়।

(৫) ১০০–র বেশি শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে 'ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ ও ডায়গনস্টিক সেন্টার' থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৬) প্রতিষ্ঠার সময় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জমি পেয়েছে বা অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা নিয়েছে এমন হাসপাতাল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ২০ শতাংশ রোগীকে আউটডোর পরিষেবা এবং ১০ শতাংশ রোগীকে ইনডোর পরিষেবা দিতে বাধ্য থাকবে।

(৭) ব্রেন ডেথ হয়ে গেলেও কোনও রোগীকে ভেন্টিলেশনে রাখা হবে কী না– তা নিয়ে রোগীর পরিবারের সদস্যদের অনুমতি নিতে হবে।

(৮) নিতান্ত প্রয়োজন না হলে একই পরীক্ষা যেন একজন রোগীর ক্ষেত্রে বারবার করানো না হয়।

(৯) চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে কোনও রোগীর ক্ষেত্রেই যেন কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ না করা হয়।

(১০) কোনও পরিস্থিতিতেই একজন রোগীকে যেন জীবনদায়ী চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা না হয়।

২০১৭–'১৮ অর্থবর্ষে এ বিভাগের জন্য যোজনাখাতে ৩২৯৯ কোটি টাকার বরাদ্দ হয়। সেখানে ২০১৮–'১৯ অর্থবর্ষে ৮,৭৭০.১৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মিউচুয়াল ফান্ড ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ আগস্ট মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে ভারতে অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ– এই শীর্ষক আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব মিউচুয়াল ফান্ডের প্রধান এন এস ভেঙ্কটেশ। তিনি বলেন, ৫ বছরে ৫০ লক্ষ কোটিতে পৌঁছনোর জন্য যা বর্তমানে রয়েছে ২৪ লক্ষ কোটি তাতে প্রয়োজন আরও বেশি পরিবেশকদের মাধ্যমেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। তিনি আরও বলেন, ২৫ বছর ধরে বেসরকারি সংস্থা মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পের অধীনে রয়েছে। বাজার কোনও সময় এক জায়গায় থাকে না। চড়াই উতরাইতেই বাজারে উদ্দীপনা আসে তাতেই ব্যবসার ভাল, আমাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে মিউচুয়াল ফান্ডে পরিবেশকদের আনতে। নোটবন্দির ফলে ব্যাঙ্ক থেকে মিউচুয়াল ফান্ডে অনেকেই এসেছেন। যা ভালো লক্ষণ। এরপর সেবির পূর্বাঞ্চলের রিজিওনাল ডিরেক্টর এস মধুসূদনান বলেন, বিগত কয়েক বছর ধরে মিউচুয়াল ফান্ড শিল্প চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা যায় ৬২ শতাংশ জিডিপি মিউচুয়াল ফান্ড শিল্প থেকেই, আমরা ভবিষ্যতের জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। বহু মানুষ বিনিয়োগ ভুল ভাবে করে কারণ তারা ভুল জানে। তাই সেবির পক্ষ

থেকে বিনিয়োগকারীদের কিভাবে বিনিয়োগ করা উচিত তার শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সেই শিক্ষার খুবই প্রয়োজন তবেই বিনিয়োগের মাধ্যমে ফল পাওয়া সম্ভব। ইউনিয়ন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের প্রধান জি প্রদীপ কুমার বলেন, টাকা উৎপাদনের জন্য মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমাদের এই শিল্পে আরও বেশি করে মানুষকে যুক্ত করতে হবে। যত মানুষ মিউচুয়াল ফান্ডের উপকারিতা বুঝবে ততো ব্যবসা বাড়বে। অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা হয়ে উঠবো শক্তিশালী। এছাড়াও এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রেম ক্ষেত্রী এবং সৌগত চ্যাটার্জি। তাদের বক্তব্য উন্নতমানের পরিবেশকদের প্রয়োজন এই শিল্পের। এম সিসিআই–এর পক্ষ থেকে সভাপতি রমেশ আগরওয়াল বলেন, এবছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত ২৩.০৬ ট্রিলিয়ন মিউচুয়াল ফান্ডের বাজার ছিল। তিনি উল্লেখ করেন সেবির প্রচার 'মিউচুয়াল ফান্ড সহি হ্যায়'।

এরপর আরেকটি আলোচনা সভায় যার শীর্ষক ছিল তথ্যপ্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যম–এর মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে অগ্রগতি। এই আলোচনায় বক্তারা তুলে ধরেন চিনে জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে ভারতে জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষও ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। কাজেই সেটা নিয়ে ভাবাচ্ছে ই–মিউচুয়াল ফান্ডকে। তবে অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যম প্রয়োজন এগিয়ে চলবার জন্য। ডিজিটালের প্রস্তাবক এবং ক্রেতা মধ্যে সংযোগ প্রয়োজন যা কিনা সময়কে অনেকটাই বাঁচাবে। আশাজনক কথা হলো গত ২ বছরে ডিজিটাল প্রস্তাবকের সংখ্যা বেড়েছে এবং ডিজিটাল ক্রেতাও যুক্ত হয়েছে। বলা প্রয়োজন ৫০ লক্ষ যদি নতুন ক্রেতা হয় তার মধ্যে ২০ শতাংশেরও বেশি ডিজিটাল প্রস্তাবকের মাধ্যমে ডিজিটাল ক্রেতা। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন সঠিক কেওয়াইসি। এর মাধ্যমে ডিজিটাল অনেক সুবিধাই অর্জন করবে। তবে কিছু কিছু আলোচকদের মত সামনাসামনি দেখা না হলে ক্রেতাদের সঙ্গে প্রস্তাবকের যে সুসম্পর্ক প্রয়োজন তা গড়ে উঠবে না। সবাই যান্ত্রিক হয়ে যাবে। রোবটের যেমন কোনও দুঃখ কষ্ট হাসি নেই মানুষের তা আছে। প্রস্তাবকের একটুকু হাসি ক্রেতার ভয় দূর করবে। তাই সামনাসামনি দেখা হওয়াও প্রয়োজন। ভবিষ্যতের জন্য যাতে ক্রেতারা আরও এগিয়ে আসে এই শিল্পের জন্য। তারা আরও বলেন, তবে এটাও ঠিক তথ্য প্রযুক্তি এবং ডিজিটালাইজেশনের প্রয়োজন ডিজিটাল ইন্ডিয়ায়। এখন হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমেও রাস্তায় যেতে যেতে ব্যবসা হচ্ছে। প্রস্তাবক তার ব্যবসা করছেন ক্রেতার সঙ্গে। সর্বোপরি বলা প্রয়োজন বিশ্বাস রেখে চলতে হবে তবেই এগিয়ে যাওয়া যাবে। এই আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন ভারতের মিউচুয়াল ফান্ড ইউলিটির প্রধান ভি রমেশ, কোডাক মহেন্দ্রা অ্যাসেট ম্যাজেনমেন্টের সিআইও ফিক্সড ইনকাম ও হেড প্রোডাকটসের লক্ষ্মী আইয়ার, আইসিআইসিআই প্রুডেনসিয়ালের অ্যাসেট ম্যানেজার অনিরুদ্ধ চৌধুরী, মতিলাল অসোয়াল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ডিজিটাল বিজনেস প্রধান মধুসূধন, আদিত্য বিড়লা সানলাইফ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ডিজিটাল সেলস অ্যান্ড অ্যালায়েন্সেসের সৌরভ আরোরা। সমগ্র অনুষ্ঠানে সহযোগিতায় ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্টে কনসালটেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইসার অ্যাসোশিয়েশন।

মাঙ্গলিকী

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ আগস্ট ২০১৮ ভারতের ৭২তম স্বাধীনতা দিবসে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বৃক্ষ রোপণ উৎসব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার বিশ্বনাথ বিশ্বাস, রাসমোহন দত্ত, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ জয়শ্রী মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশ করে ঋতুপর্ণা মুখার্জী, সুদীপা সর্দার, জুঁই দাস এবং মৌসুমী পাল। জয় হো এবং মা তুঝে সেলাম গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্য শিল্পীরা।

অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষকে সুপুরি গাছ বিতরণ করা হয় এবং গোবরডাঙা পুরসভার ৯ নম্বর ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ঝাউ ও পলাশ গাছ রোপণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাসমোহন দত্ত। তিনি রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। ডঃ জয়শ্রী মিত্র বলেন, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার অভিনব উদ্যোগ। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে সুপুরি গাছ বিতরণ করা হয়।

২২শ্রাবণে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানুষের কল্যাণে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির নিবেদিত। তাই মানবতার শ্রেষ্ঠ উপাসক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৮তম মৃত্যু বার্ষিকী তাঁরা পালন করলেন তাঁদের মুখ্য কার্যালয়ে, পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে। দেবস্মিতা সাধুখাঁর উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার তাঁর ভাষণে কবির সারাজীবন কি দুঃসহ যন্ত্রণায় কাটা সত্ত্বেও কিভাবে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন তার উল্লেখ করেন। একের পর এক প্রিয় মানুষের, স্ত্রী, সন্তানের মৃত্যু তাঁকে দিনের পর দিন আঘাত করে গিয়েছে, কিন্তু সেই আঘাতকে বিধাতার অমোঘ বিধান মেনে নিয়েছেন, সৃষ্টি থেকে কখনও বিরত হন নি।

আলোচনার অংশ নেন সমিতির মিঠুন মুখার্জী, পার্বতী সমাদ্দার, প্রশান্ত প্রামাণিক প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অঞ্জু দাস, দুলালী দাস প্রমুখ। সংস্থার সভাপতি হিমাদ্রি গোমস্তা রবীন্দ্রনাথের জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। সুব্রত মুখার্জীর কণ্ঠে রবীন্দ্র বিরচিত জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উদযাপন

রিম্পি ঘোষ: শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাডেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে কোন্নগরে বাটার কাছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগান বাড়িতে অনুষ্ঠিত হল ছোটদের নিয়ে মৃৎশিল্পের কর্মশালা 'মাটি নিয়ে খেলা'। কোন্নগর পুরসভার সহযোগিতায় আয়োজিত এই দুদিনব্যাপী কর্মশালাতে উপস্থিত ছিলেন কোন্নগরের পুরপ্রধান বাপ্পাদিত্য চট্যোপাধ্যায়, শিশু কিশোর অআকাডেমির সদস্য পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশেষ অতিথি মিতেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শিল্পী সৌমেন কর পরিচালিত এই কর্মশালায় প্রায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৬০ জন ছাত্র – ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

রুসিকা মাঁড়ওয়া : উপজাতি সংস্কৃতি যেখানে বাঙ্ময় হয়

রিম্পি ঘোষ : উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে অটো বা টোটোতে মিনিট দশেকের পথে। তারপরেই ২ নম্বর মাখলা হরিসভা এলাকা। এই এলাকাতে বসবাসকারী বাসিন্দাদের অধিকাংশই তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি। এলাকার কোন বাসিন্দা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, কেউ বা আবার ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং–এর ছাত্র–ছাত্রী। এই এলাকার অন্যতম প্রধান বাসিন্দা শিমূল টুডু। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদে। ৭০–এর দশকে তিনি এখানে থাকতে আসেন। শিমূল টুডু আয়কর দফতরের সহকারী কমিশনার ছিলেন। শিমূল টুডু জানান, এই ৭০–এর দশকেই এই এলাকাতে গড়ে ওঠে 'রুসিকা মাঁড়ওয়া।'

সাঁওতালি ভাষায় 'রুসিকা মাঁড়ওয়া' কথাটির অর্থ হল 'শিল্পী ক্লাব বা সংঘ।' তপসিলি উপজাতিদের সামাজিক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাঁওতালি ভাষায় ক্লাব এলাকাকে বলে 'হেমালডেরা।' শিমূল টুডু ৭৮ সাল থেকে এই ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাবের সম্পাদক প্রিয়নাথ সোরেন কলকাতায় সরকারী চাকরি করেন। তিনি জানান, তাঁর বাবা ডাক বিভাগের কর্মী ছিলেন। প্রিয়নাথ সোরেন ঝাড়গ্রাম জেলার বাসিন্দা।

প্রিয়নাথ বাবু জানান, এই এলাকাতে প্রায় শতাধিক তপশিলি জাতি পরিবার ও প্রায় ৭০টি তপশিলি উপজাতি পরিবার রয়েছে। তপশিলি উপজাতিদের ভাষা হল সাঁওতালি ভাষা এবং অক্ষর হল অলচিকি। তপশিলি উপজাতিদের দেবতা হলেন 'মারামগুরু।' মাঘ মাস থেকে এদের বছর

শুরু হয়। এরপর ফাল্গুন মান, আষাঢ় মাস, আশ্বিন মাসে 'বাহাবদী', 'আষাড়ি', 'শহরাই পরব' এই সব উৎসবগুলি হয়। 'রুসিকা মাঁড়ওয়া' এই ক্লাবটিতে উপরোক্ত সমস্ত উৎসবগুলি পালনের পাশাপাশি খেলাধূলা, গান–বাজনা বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রিয়নাথ সোরেন জানান, এই এলাকা খুবই বর্ধিষ্ণু এবং উন্নত। এই এলাকার বাসিন্দারা তপশিলি জাতি ও উপজাতির হলেও তারা খুবই শিক্ষিত এবং কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এই বাসিন্দারা কয়েক প্রজন্ম আগে নিজেদের আদি বাসস্থান ছেড়ে কর্মসূত্রে এই উত্তরপাড়াতে চলে আসে থাকতে। কিন্তু তারা নিজেদের আদি বাসস্থান ছেড়ে চলে এলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা সংস্কৃতি ও সামাজিক ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে গড়ে তোলে 'রুসিকা মাঁড়ওয়া' বা 'শিল্পী ক্লাব'। প্রায় চল্লিশ দশক ধরে তপশিলি উপজাতিদের সংস্কৃতি বহন করে আসছে এই 'রুসিকা মাঁড়ওয়া' সংগঠন।

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে রূপান্তরকামী ও প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিল 'ওয়েমার্ক ফাউন্ডেশন ও ট্রানস্টোন গ্লোবাল অর্গানাইজেশন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন, মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সুবোধ সরকার, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ নন্দা, শমিতা সেন, জয়ন্ত ঘোষ ও ডঃ কাঞ্চন গবো।

বর্ষা অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকার ৩৯৩ তম মাসিক সাহিত্য অধিবেশন সালকিয়ায় তারাপদ স্মৃতি ভবনে ৫ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হল। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে ২৪ জনের উপস্থিতি কম কথা নয়। এ মাসের বিষয় ছিল 'বর্ষা'। সভাপতিত্ব করেন আলিপুর বার্তার সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি 'স্বরশ্রুতি আবৃত্তি আকাদেমি'র কর্ণধার ডঃ পারভীন বানু। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী। আলোচনা, কবিতাপাঠ, সঙ্গীতে অংশ নেন অমর কুমার দাস, ভীম ঘোষ, অদিতি ব্যানার্জী, ঝুনু ভৌমিক, করবী ঘোষ, ডাঃ সমীর কুমার বেতাল, সুদীপা সাহা, অরুণ কুমার মণ্ডল, চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, মায়ারানী সাহা, রাজকুমার চক্রবর্তী, রঞ্জনা সেন, মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত নস্কর, রঞ্জন চৌধুরী, সুপ্রিয়া চক্রবর্তী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়।

বলিউডের প্রখ্যাত ডিজে অখিল তলরেজা সম্প্রতি কলকাতায় তার প্রথম নিজস্ব ডিজে আকাদেমি 'পার্টি ম্যান'–এর আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করলেন। ১–৮০ সকল বয়সী মহিলা, পুরুষ ও শিশু এই আকাদেমিতে স্বল্প মূল্যে ডিজে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে বলে জানান প্রশিক্ষণের কর্ণধার ডিজে অখিল তলরেজা।

যৌন পল্লির এক টুকরো ছবি 'অস্তিত্ব'

ডঃ শঙ্কর ঘোষ : পতিতা পল্লির ঘটনা নিয়ে ইতিপূর্বে বেশ কিছু ছবি আমরা পেয়েছি। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন অস্তিত্ব। পরিচালনা করেছেন শ্যামল বোস। তিনি একই সঙ্গে এই ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, গীত রচয়িতা। একটি প্রধান ভূমিকায় অভিনেতাও বটে। গুরুভার সামলেছেন দক্ষ হাতে।

গল্পের মূল চরিত্র শ্যামল চট্টোপাধ্যায় পেশায় স্বনামধন্য লেখক। বহু পুরস্কার পেয়েছেন জীবনে। ছেলে শৌভিক পেশায় ডাক্তার। নাতি থাকে বিদেশে। ফরমায়েশি লেখা লিখতে লিখতে তিনি ক্লান্ত। যেসব মেয়েরা নিষিদ্ধ পল্লিতে আসতে বাধ্য হয় তাদের নিয়ে নতুন উপন্যাস লেখার তাগিদে তিনি নিষিদ্ধ পল্লিতে যাতায়াত শুরু করেন। তাকে নানান তথ্য দিয়ে সাহায্য করে এই পল্লির মাসি লতা। যারা গ্রামের মেয়েদের বিয়ে করে এনে এখানে বিক্রি করে তেমনই এক মানুষ হলেন সামন্ত। কুসুম মেয়েটিকে তিনি এনে বেচে দেন লতার কাছে। এসব নিয়ে গল্প লেখা যখন চলছে তখন এই পল্লিতে মারা গেলেন শ্যামলবাবু। ছেলে রাজি হল না বাবাকে সৎকার করার। বাকিটা পাঠকেরা দেখে নেবেন প্রেক্ষাগৃহে।

সুন্দর গল্প। উপস্থাপনা সুন্দর। চারজনের অভিনয় আলাদা করে বলার মতো। লেখকের চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কুসুমের চরিত্রে দেবলীনা দত্ত, লতার চরিত্রে জিনিয়া, সামন্তের চরিত্রে শ্যামল বোস। পুরোহিত অক্ষয়ের চরিত্রে সুপ্রিয় দত্ত অভিনয় করেছেন সুন্দর, কিন্তু বুভুক্ষু অসুস্থ মানুষের ছাপ তাঁর চেহারায় নেই। সৌরভ সোনালী চৌধুরীর সুরে গান শুনতে ভালো

লাগে। গেয়েছেন রাঘব চট্টোপাধ্যায় ও রূপঙ্কর বাগচী। ছবিটি আরেকটু দীর্ঘায়িত হতে পারত। বিশেষ করে পতিতা পল্লির আরেকটু পরিসর প্রয়োজন ছিল। তবু সব মিলিয়ে ছবিটা যে মনে দাগ কেটে যায়, সেখানেই পরিচালকের কৃতিত্ব।

বাদল সন্ধ্যায় তরুণ দলের ক্লাবঘরে তারুণ্যে–র ১৭৪তম মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগস্টের (২০১৮) প্রথম শনিবার (৪–৮–১৮) তরুণ দলের ক্লাব ঘরের দোতলায় তারুণ্যের ১৭৪ তম সভাটি হয়ে গেল। গত পনের বছর ধরে এই মাসিক সাহিত্য সভা ঘড়ির নিয়ম মেনে প্রতি মাসের প্রথম শনিবার আয়োজিত হয়ে আসছে। হাজার দুর্যোগ কিংবা অসুবিধা ছেদ ঘটাতে পারেনি এই ধারাবাহিক আয়োজনের, এদিনের সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন সারা আসর জুড়ে যাঁরা গানে গানে মাতিয়ে দিলেন– তাঁদের মধ্যে অঞ্জলি চক্রবর্তী, তনুশ্রী চক্রবর্তী, পিউ মুখার্জী, স্বপ্না নন্দী, ঝুমা ঘটক, সাধনা গোলদার, মিনু প্রধান মণ্ডল ও বাবুরাম কর্মকার। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, লোকগান ও আধুনিক গানের এমন সমাহার এই আসরে বড় একটা ঘটেনি। গল্প শোনালেন গৌর দাস ও বাবুরাম কর্মকার। এদিন ম্যাজিক দেখানো ছাড়াও একটি মর্মস্পর্শী রচনা শোনালেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লু শুনের একটি গল্পের অনুবাদ করে শোনালেন সৌরীন চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধ পাঠ করলেন জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়। হাসির গল্প শোনালেন সুকুমার মণ্ডল। কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করলেন প্রবীর নন্দী, কানাই লাল সাহু, বিদ্যুত চৌধুরী, পার্থ সরকার, তারাশংকর দত্ত, সুশীল দাস, অভয় গঙ্গোপাধ্যায়, তনুজা চক্রবর্তী, স্বপন দাস, পাপিয়া দে দাস, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস, অরুণ ভট্টাচার্য। ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই দিনটির তাৎপর্য ও প্রয়াত শিল্পী কিশোর কুমারের কথা স্মরণ করালেন। এদিনের সভার সঞ্চালক তথা তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল ঘোষণা করলেন, আগামী অক্টোবর মাসের সাহিত্য সভাটি শারদ সভা হিসাবে মহা পঞ্চমীর (১৪ অক্টোবর ২০১৮) বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। মহাপঞ্চমীর ওই সভায় তারুণ্যর শারদ সংখ্যা ও অন্যান্য বই পত্রিকাও প্রকাশ হবে। প্রায় তিন ঘন্টার অনুষ্ঠানে সেইসঙ্গে থাকবে স্বরচিত লেখা পাঠ, গান ও জাদু–প্রদর্শনীর আয়োজন।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

নিজের সঙ্গে দেখা

(জয়ন্ত দত্তের আত্মকথা/প্রিয়শিল্প প্রকাশন, যাদবপুর, কল–৩২/দাম–২০০ টাঃ) – প্রবীণ লেখক জয়ন্ত দত্ত জীবনের সায়াহ্নে এসে নিজের জীবন–সরণীর দিকে চোখ ফেরালেন এই গ্রন্থে। আটপৌরে ডায়েরি–লিখনের পদ্ধতিতে এগিয়েছে বইটি, একান্তে নিজের সঙ্গেই আলাপচারিতা, সেই অর্থে নামকরণ যথাযথ। আত্ম–কথন লিখতে গিয়ে কোথাও ভাবাবেগে ভাসেন নি, সংযত ও যথাযথ চিত্রণ ফুটিয়ে তুলেছেন। জয়ন্ত বাবুর লেখনীতে উঠে এসেছে বহু প্রতিথযশা মানুষজনের কথা, তাঁদের অকৃপণ স্নেহের ছোঁয়া যেন পাঠকদের মনেও পৌঁছে যায়। আরও একটি কথা অবশ্যই বলতে হয়, কখনও নিজেকে লার্জার দ্যান লাইফ করে তোলার চেষ্টাও করেন নি। জীবনের মসৃণ পথ, কঠিন পথে চলার নানান টুকরো কথার সাথে সাথে পাঠক গত শতাব্দীর বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ওঠাপড়ার আঁচও অনুভব করতে পারবেন। পরিচিত, অর্ধ–পরিচিত এমন কি প্রায় বিস্মৃত বহু লেখক, পাঠক ও বন্ধুজনের উল্লেখ যেভাবে উনি করেছেন তা অবাক করে দেয়। প্রায় শেষ পর্বে এসে কোনও কোনও তথাকথিত সাহিত্য গোষ্ঠীর প্রতি তীব্র ক্ষোভ উগরে দিতেও দ্বিধা করেন নি জয়ন্ত বাবু। বাস্তবিক, পঁচাত্তর বছরের পরিক্রমা শেষ করা মানুষ কারোর পরোয়া করবেনই বা কেন! সব মিলিয়ে পাঠযোগ্য গ্রন্থ। ছাপা ও নির্মাণ গৌষ্ঠব সুন্দর। প্রচ্ছদ–চিত্রটি ব্যঞ্জনাময়।

একটু স্থির নও তুমি

(তাপস মাইতির কবিতার বই/প্রকাশনা–বন্ধুর খোঁজে সাহিত্য পত্রিকা, কাকদ্বীপ/দাম–১০০ টাকা) – এ সময়ের অন্যতম শক্তিমান কবি তাপস মাইতির আরও একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। গদ্য কবিতা কিংবা কথা–কবিতায় বইটির নির্মাণ। কবিতাগুলির ভাষা–প্রয়োগে লেখক অহেতুক কঠিন শব্দমালার সাহায্য নেন নি। সোজা ভাষায় লেখা সেই লাইন গুলি পাঠকের মনের পর্দায় ক্রমাগত ছিটকে আসে। নারী–নির্যাতন ও লাঞ্ছনার কতশত ঘটনা আমরা রোজ দেখছি কিন্তু এক দুর্বোধ্য কাপুরষতা আমাদের স্থানু করে রেখেছে। আমাদের বিবেকও বোধহয় বিবশ হয়ে গিয়েছে।

মহাভারতের নমস্য চরিত্র হোক কিংবা মধ্য যুগের পরাক্রমী সম্রাট হোক– কবি কারোকে ছেড়ে কথা বলেনি। প্রতিবাদের এই অনীহা সমাজের এক ঘোরতর ব্যধি। বইয়ের গোড়াতে দ্রৌপদী কবিতাটি বইটির সুর বেঁধে দেয়। উত্তরণ, সেদিন যারা বলেছিলাম..., উত্তরসুরী, যদি তোমার মতো হতে পারতাম, গাছ এই যে আঘাত দাও তথা আরও অনেক উজ্জ্বল কবিতার সমাহার এই বইয়ে। অক্ষরবিন্যাস ও ছাপা পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদ চিত্রণ ও লেখা সাজানোর ক্ষেত্রে আরও একটু পরিকল্পনার সুযোগ ছিল। সব মিলিয়ে এই কবিতার বইটি আগাগোড়ায় তাপস মাইতির নিজস্ব ছাপ ফুটে রয়েছে।

আকাশ বলাকা

(সম্পাদক–সুনীল গুহ/বৈশাখ সংখ্যা ১৪২৫/৫ম বর্ষ) – আকাশ বলাকার বৈশাখ সংখ্যার প্রচ্ছদে রবি–পরিবারের ছবি প্রকাশের ভাবনা বেশ অভিনব। রবীন্দ্রনাথের ইতিকথা শীর্ষক নীল নক্ষত্রের ধারাবাহিক রচনাটি ভালোই এগোচ্ছে। কৃষ্ণা বসু, অপর্ণা ঘোষ, ইলা দাস, শংকর ব্রহ্ম, বিধান সাহা, আরতি দে, ভীম ঘোষ, জয়ন্ত দত্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, ইন্দ্রানী বিশ্বাস মণ্ডল প্রমুখের কবিতা বেশ উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিজন চন্দের গল্প (চাকরি চাই)টি পড়লে কষ্ট হয়। এটিতে ব্যঙ্গাত্মক লেখা উপাদান মজুত ছিল অথচ অতি–সরলীকরণ ও মামুলি পরিণতি টানার ফলে গল্পটি দাঁড়ালো না। সুকুমার মণ্ডলের রম্য রচনাটি (আমি ভয় করব না) রম্যতা ছাড়িয়ে এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। পত্রিকার ফাঁকফোকর সম্পাদকের 'নিজ বাণী' বিতরণের প্রয়াস বেশ হাস্যকর নয় কি। বাণী–র উদ্ধৃতি মনিষীদের থেকে নেওয়াই বাঞ্ছিত নয় কি! (পত্রিকার ঠিকানা– গীতাঞ্জলী, বি–২, রবীন্দ্র আবাসন, ২১০৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা–৭০০ ০৮২। 9088818335/8017334148/e–mail sunilguha755@gmail.com।

কচিকাঁচা সবুজসাথী

(সম্পাদক – বিধান সাহা, দেবাশীষ রায় শর্মা ও কৃষ্ণা নাহা/বৈশাখ ১৪২৫/২৫ বর্ষ) – প্রয়াত সাহিত্যিক বিমল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই ছোটদের পত্রিকা ক্রমে তাঁর নিজস্ব ছন্দ খুঁজে নিচ্ছে। শিশু–কিশোরদের জন্য বাংলা পত্রিকা ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সেই সময়ে দাঁড়িয়েও এমন প্রয়াস চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার জন্য প্রশংসা জানাতেই হয়। সুকুমার দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, ষষ্ঠীপদ পাল, সতীরঞ্জন আদক, সুনীল মুখোপাধ্যায়, সুনীল গুহ, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের ছড়া ছোটদের ভালো লাগবে। পুতুল ভট্টাচার্য ও অজিত পালের গল্প দুটি ভালো লাগে, কিন্তু বিদিশা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটিকে গল্প আখ্যা দেওয়া হল কোন বিচারে!

কচি কলম (সম্পাদক–কৃষ্ণা নাহা) ও জমে উঠছে ক্রমে। স্বরূপ সরকার, সুমন শীল, অনামিকা চক্রবর্তী, সুরাজ সরদার প্রমুখের লেখায় প্রতিশ্রুতির ছাপ। আফশোষ অনেক বড়রাও কেন যে এমন ছড়া লিখতে পারেন না! (পত্রিকা দুটির ঠিকানা–৮৯/এ, জজবাগান, হরিদেবপুর, কলকাতা–৭০০ ০৮২/033 2402 3392/9477943121)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

দুর্দান্ত কামব্যাক টিম বিরাটের, যোগ্য সঙ্গত পাণ্ডিয়া–বুমরাহ'র

অরিঞ্জয় মিত্র

দুর্দান্ত একটা কামব্যাক। যার দরুণ ০–২ পিছিয়ে থাকা সিরিজের ফলাফল ১–২ করতে পেরেছে টিম ইন্ডিয়া। এমন একটা প্রেক্ষাপটে তৃতীয় টেস্টের লড়াইতে নামছে টিম বিরাট। ৫ টেস্টের সিরিজে এই ম্যাচ হারা মানে সিরিজ গোল্লায় যাওয়ার মতোই। এই জায়গা থেকে কতটা মনোনিবেশ করতে পারে কোহলি ব্রিগেড তার ওপর নির্ভর করছে টিম ইন্ডিয়ার সাফল্য। তবে কোহলির পাশে দাঁড়ানোর মতো ইনিংস যদি অন্যরা খেলতে না পারে তবে সমস্যা তৈরি হতে পারে তা বলাইবাহুল্য। যদিও এই টেস্টে ভারতের জয়ের পিছনে বিরাট ব্যাটিংয়ের পাশপাশি বিশেষ করে উল্লেখ করতে হবে পূজারা, রাহানে, ধাওয়ান, হার্দিক পাণ্ডিয়াদের কথাও। বিশেষ করে হার্দিকের অলরাউন্ড পারফরমেন্স ভারতকে টেস্ট জিততে নিশ্চিতভাবে সাহায্য করেছে। যশপ্রীত বুমরাহ–র চোট সারিয়ে ভারতীয় দলে ফিরে আসা যে কতটা টনিকের কাজ করেছে তাও প্রমাণিত হয়েছে হাতেনাতে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৫০০ রানের ওপর টার্গেট সামনে থাকা সত্ত্বেও ও ইংরেজরা কম রানে প্রথম ৪ উইকেট হারানোর পর ভারত যে প্রত্যাবর্তন করেছে তার পিছনেও সেই বুমরাহ ম্যাজিক অসামান্য কাজ দিয়েছে। কারণ, যেভাবে ভারত সিরিজে ফিরে এসেছে তাতে টিম ইন্ডিয়া যদি ৩–২ সিরিজ জিতে যায় তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এরকম অধিনায়ক যিনি একাধারে নিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন, তিনি থাকলে চাপ যে অনেক কমে যায় সেটা মানছেন ভারতীয়রা। কিন্তু মুখে নয়, কাজে দেখাতে হবে সেই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। তবে গিয়েই সম্মানজনক শেষ করতে পারবে কোহলি বয়েজ। অন্যদিকে ইংল্যান্ডকে এই জায়গা থেকে পালটা লড়াইটা দিতে হবে। যদি তারা আধিপত্য বজায় রাখতে চান। এমতাবস্থায় এটা বলা যায় চতুর্থ টেস্ট হতে চলেছে মারাত্মক এক ডুয়েল–এর প্রেক্ষাপট।

এই ইংল্যান্ড সফরে ০–২ পিছিয়ে যাওয়ার ময়নাতদন্তে বসলে প্রথমেই হিট লিস্টে আসবে ব্যাটসম্যানরা। বস্তুত, যাবতীয় কিছু গুবলেট করে দিয়েছে ভারতীয় ব্যাটিং। যেভাবে কোহলি ব্রিগেডের সবথেকে শক্তির জায়গা ব্যাটিং লাইন আপ ব্যর্থ হল তা ক্ষমার যোগ্য নয়। প্রথম টেস্টে মাত্র ২০০–রও কম রানের টার্গেটের সামনে যে কাঁপুনি ধরল ও শেষপর্যন্ত ৩১ রানে হারতে হল তা ইঙ্গিত দিয়েছিল। একমাত্র বুঁদির গড় ধরে রাখতে দেখা গিয়েছিল অধিনায়ক বিরাটকে। প্রথম ইনিংসে ১৪৯ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১ রান তুললেন তো বটেই একা লড়ে গেলেন ইংরেজ বোলারদের বিরুদ্ধে।

অথচ অন্য ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা চূড়ান্ত ফ্লপ। এমন একটা প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় টেস্টের লড়াইতে নেমেছিল টিম বিরাট। ৫ টেস্টের সিরিজে এই ম্যাচ হারা মানে পুরোপুরি ছিটকে যাওয়ার মতোই। সেই প্রতিরোধ ভারত গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে হারতেও হয়েছে করুণভাবে। প্রথম টেস্টে অল্প রানে হারার জ্বালা শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয় টেস্টের নির্লজ্জ পরাজয়। এই জায়গা থেকেই টিম ইন্ডিয়া যেভাবে তৃতীয় টেস্টে রুখে দাঁড়িয়ে জয় তুলে নিয়েছে তাকে বাহবা দিতেই হবে। সাধে কি আর রবি শাস্ত্রী বিরাটকে শচীনের থেকেও বড় খেলোয়াড়ের উপাধি দিয়েছেন (ঘুরিয়ে বললেও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তাই বোঝাচ্ছে)। কোহলি শুধু দেশকে জেতান নি, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কেন বিশ্ব সেরা তিনি।

কলকাতা ফুটবল লিগে প্রথম মহিলা ম্যাচ কমিশনার

অভিমন্যু দাস : 'যে রাঁধে যে চুলও রাঁধে'– এই বাংলা প্রবাদ বাক্যটি কিন্তু দারুণভাবে সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে যায়। 'সুদেষ্ণা' নামটির সঙ্গে বাংলার সব ফুটবল প্রেমী মানুষ দ্রুতই পরিচিত হয়ে যাচ্ছে কারণ কলকাতার ফুটবল লিগে বড় দলের খেলায় তাঁকে যে ম্যাচ কমিশনারের ভূমিকায় এবার প্রায়ই দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে মোহনবাগান–জর্জ টেলিগ্রাফ এবং ইস্টবেঙ্গল–পাঠচক্র ম্যাচে তাঁকে ম্যাচ কমিশনারের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। কলকাতা ফুটবল লিগের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলা ম্যাচ কমিশনারের ভূমিকায় কাজ করলেন। কলকাতা ফুটবল লিগে ছেলেদের ফুটবলে মহিলা কর্তা আজ আর নতুন নয়। নিচের ডিভিশনে ছেলেদের দলে মহিলা কোচকেও দেখা গিয়েছে। আর মাত্র কয়েক বছর আগেই মহিলা রেফারি দ্বারা বড় দলের ম্যাচ পরিচালনার ঘটনাও কলকাতা লিগে ঘটেছে। আর এবার সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায়কে এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখলো কলকাতা মাঠের দর্শক।

কলকাতা ময়দানের অতি জনপ্রিয় মানুষ ক্লাব কর্তা দেবু মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সুদেষ্ণা গত বছরই সর্বভারতীয় ফেডারেশনের ম্যাচ কমিশনার পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। ইতিমধ্যেই মেয়েদের অনুর্ধ্ব ১৪, মেয়েদের আই লিগ, ছেলেদের জুনিয়র আই লিগের খেলায় ম্যাচ কমিশনারের ভূমিকায় কাজ করেছেন। আর এবার ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় কলকাতা ফুটবল লিগের খেলায় পর পর দুই প্রধানের ম্যাচে এই দায়িত্ব পালন করলেন সুদেষ্ণা।

বাবা ময়দানের একটি ক্লাবের সর্বময় কর্তা এবং আইএফএ কর্তা হওয়ার সুবাদেই ফুটবল পরিমণ্ডলের মধ্যেই বড় হয়েছেন সুদেষ্ণা। একদম স্কুল জীবন থেকে ফুটবলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তাঁকে এই পথে নিয়ে আসে। আজ তাঁর

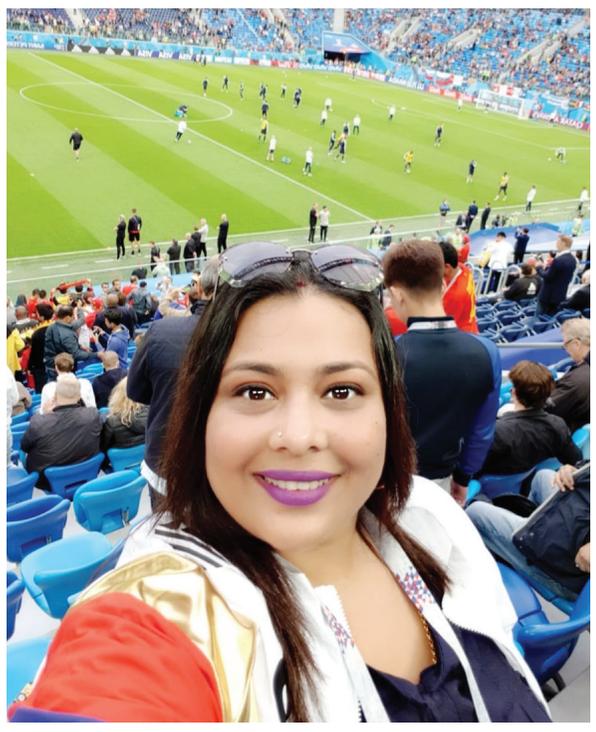

কাছে এটা পেশা নয় নেশা। এই শহরের একটি বড় আন্তর্জাতিক বহুজাতিক সংস্থার ডিরেক্টর রূপে কাজ করেন সুদেষ্ণা। স্বামী–পুত্র শ্বশুরবাড়ি সংসারকে ঠিকভাবে সামলে নেশার টানে এই কাজে ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন সুদেষ্ণা। শুধু ম্যাচ কমিশনারের ভূমিকা পালন নয়, পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন দীপ্তি সং মহিলা ফুটবল ক্লাব'। যার সম্পাদক তিনি। আইএফএ পরিচালিত মহিলা ফুটবল লিগে এখন তার দল নিয়মিত খেলছে।

স্বাধীনতার ৭২ বছর পরে মেয়েরা কোনওভাবেই আর পিছিয়ে নেই বলে মনে করেন সুদেষ্ণা। তাঁর মতে, ''মেয়েরা অনেকদিন আগেই ছেলেদের সঙ্গে লড়াই–এর ময়দানে নেমে পড়েছে।'' নিজের জীবন প্রসঙ্গে সুদেষ্টা বলেন, ''বাড়িতে ফুটবল পরিবেশে বড় হওয়ার সুবাদে ফুটবলের প্রতি একটা আসক্তি ছোট থেকেই তৈরি হয়। ফুটবল প্রশাসক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা ইচ্ছা ছোট থেকেই ছিল। বাড়ির পরিবেশ যা হতে আরও সাহায্য করে। আর বিয়ের পর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। অবশ্যই নিজের কাজের ক্ষেত্র আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। ছেলেদের লিগে এই ভূমিকা পালন করতে পারলেই নিজের সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব হবে। যেটা খুবই চ্যালেঞ্জিং কাজ। সৌভাগ্যবান আইএফএ আমার প্রতি ভরসা রেখেছেন। স্বপ্ন আমার কলকাতার ডার্বি ম্যাচ। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় আরও বড় ম্যাচে নিজেকে মেলে ধরা।''

জার্কাতায় জমজমাট সাফল্য উপচে পড়ছে ভারতের ঝুলিতে

রূপম জানা

জাকার্তা এশিয়ান গেমসে প্রথম থেকেই তুখোড় পারফরমেন্স

দেখাচ্ছে ভারত। প্রথম থেকেই ভারতীয়দের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝিয়ে দিয়েছে এবার এশিয়াডে কিছু করে দেখাতে এসেছে তারা। সেইসঙ্গে যত গড়াতে শুরু করেছে প্রতিযোগিতা ততই পদকের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়িয়ে নিয়েছে ভারত। এখনই ৪টি সোনা এসে গিয়েছেব পকেটে। বেশ কিছু রুপো ও ব্রোঞ্জও পদক ভাণ্ডারে জমা পড়েছে। কুস্তি ও শুটিংয়ে যেভাবে সোনা এসেছে তা সাফ বোঝাচ্ছে অলক্ষ্যে অনেক নতুন তারা উঠে আসছে ভারতীয় ক্রীড়া জগতের আকাশে। দীপা কর্মকারের ব্যর্থতা, সুশীল সিংদের অসফলতার পাশেই তাই উজ্জ্বল এই নতুন হিরো–হিরোইনরা। যারা আগামীতে এশিয়ান গেমসের মঞ্চ থেকে ভারতকে পথ দেখাচ্ছে অলিম্পিক্সে দুরন্ত কিছু করে দেখানোর। ভারতীয় হকি দলের চমৎকার পারফরমেন্সও এবারের বড় প্রাপ্তি। প্রথম দুটি ম্যাচে আয়োজক ইন্দোনেশিয়া ও চিনা তাইপেকে যেভাবে যথাক্রমে ১৭–০ ও ২৬–০ হারাল ভারতীয় হকি টিম তাতে এই বিভাগে সোনা জয়ের আশা জোরদার হয়েছে। পারফরম্যান্সের দিক থেকে ভারতীয় পুরুষদের থেকে কোনও অংশে কম যাচ্ছেন না মহিলারাও। ইতিমধ্যেই কুস্তিতে সোনা জিতে ভারতীয়দের নাম উজ্জ্বল করেছে বিনেশ ফোগত, শ্যুটিংয়ে রাহি স্বর্ণবাটরা। এছাড়াও টেনিস, হকি প্রভৃতি ইভেন্টেও ভারত ক্রমশ নিজেদের নাম তুলে ধরছে। বেশ কয়েক বছর পর ভারত এশিয়ান গেমসে এবার প্রথম থেকে দুর্দান্ত খেলছে।

গাংটেগ্রামে যোগ অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুস্থ গণতন্ত্র এবং আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে গাংটে 'ধর্মরাজ যুব সংঘ' ক্লাবের উদ্যোগে এবং নেহেরু যুব কেন্দ্রের সহযোগিতায় রবিবার দুপুরে সিউড়ি–২ নং ব্লকের গাংটে গ্রামে যোগ অনুশীলন এবং তার গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা এবং 'সন্নিহিত যুব সংসদ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হলো। মশাবাহিত রোগের প্রাদুভাব কমানোর লক্ষ্যে গ্রামের রাস্তাঘাটে এদিন ক্লাবের পক্ষ থেকে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়। ক্লাব সম্পাদক উৎপল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সকলের সহযোগিতায় জনহিতকর এমন অনুষ্ঠান করতে পেরে আমরা খুশি। আগামীদিনেও এমন উদ্যোগ নিতে আমরা আগ্রহী'। উপস্থিত ছিলেন নেহেরু যুব কেন্দ্রের সমন্বয়ক প্রদীপকুমার সাহু,সাজিনা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিপ্লবকুমার নায়েক, প্রাক্তন শিক্ষক উজ্জ্বল রায়,'দাস যোগ অ্যাকাদেমি'র শিক্ষিকা সান্তনা দাস,ক্লাব সদস্য বিষ্ণুচরণ পাল সহ বিশিষ্টজনেরা।

কুমিতে চান্দ্রেয়ীর চাঁদমারি

রিম্পি ঘোষ : রিষড়া গসপেল হোম স্কুলে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে রুপো জিতে তাক লাগিয়ে দেয় হুগলি জেলার হিন্দমোটরের মেয়ে ১২ বছরের চান্দ্রেয়ী বণিক। হিন্দমোটর উদয়নপল্লির মেয়ে চান্দ্রেয়ী বণিক মাত্র ৯ বছর বয়সে স্থানীয় উদয়নপল্লি ক্লাবে সিহাল তারকনাথ সর্দারের তত্ত্বাবধানে ও সেনসি নন্দন গুছাইতের প্রশিক্ষণে ক্যারাটে ক্লাবে ভর্তি হয়।

২০১৭ সালে প্রথমবার নেতাজি সুভাষ কাপ আন্তঃ জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতে সাড়া পেলে দেয় চান্দ্রেয়ী। এরপর তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। এই বছর খানেকের মধ্যে রাজ্যস্তরের কানিনজুকো ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে ব্রোঞ্জ (২০১৭), ওই বছরই অন্ধ্রপ্রদেশে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে রুপো ও কাতায় ব্রোঞ্জ, ২০১৮ সালে বীরভূমে আয়োজিত 'রাঙামাটি

কাপ' প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে দুটো বিভাগেই রুপোর পদক জয় করে চান্দ্রেয়ী। এরপর সম্প্রতি জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুটি রুপোর পদক জয় করে সে।

ক্যারাটে শেখার পাশাপাশি সে আঁকাতেও তুখোর। আঁকাতে প্রত্যেকটি পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণির নম্বর নিয়ে পাশ করে চান্দ্রেয়ী। ক্যারাটে ও আঁকা শেখা ছাড়াও অবসর সময়ে চান্দ্রেয়ী পেন রাখার খাপ, ফুলদানি ইত্যাদি সব ঘর সাজানোর জিনিস তৈরি করে। উত্তরপাড়ার মাখলার ড্রিমল্যান্ড স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী চান্দ্রেয়ীর পরিবারে রয়েছে বাবা চন্দন বণিক মেডিক্যাল সেলসম্যান, মা শর্মিষ্ঠা বণিক গৃহবধূ, ঠাকুরদা গোবিন্দ বণিক ও ঠাকুমা বাসন্তী বণিক। চান্দ্রেয়ীর প্রিয় বিষয় অঙ্ক ও ইংরেজি।

ক্যারাটে ছাড়া তার প্রিয় খেলা ফুটবল ও ক্রিকেট। ফুটবলে ব্রাজিল এবং ক্রিকেটে কলকাতা নাইট রাইডার চান্দ্রেয়ীর প্রিয় দল। মেসি ও নেইমারের ফুটবল খেলা এবং ধোনি ও বিরাট কোহলির ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালো লাগে চান্দ্রেয়ীর।

চান্দ্রেয়ীর প্রিয় অভিনেতা টাইগার শ্রফ এবং প্রিয় অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ। চান্দ্রেয়ী জানায় ভবিষ্যতে সে ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চায়।

জিমন্যাস্টিক্সে স্বপ্ন দেখছেন বাংলার রাহি

মলয় সুর : সবার অলক্ষ্যে তৈরি হচ্ছেন রাহি মণ্ডল। বাংলার জিমন্যাস্টিক্সে নতুন এই উদীয়মান তারকা, খুব অল্প বয়সেই ভর্তি হয়েছিল হাওড়া ইচ্ছাপুর ব্যাতোড় ব্যায়াম সমিতিতে। মা–বাবার হাত ধরে এই ক্লাবে গিয়েছিলেন জিমন্যাস্টিক শিখতে। সেই শুরু হয়। সময় কাটানোর জন্য জিমন্যাস্টিক্সে ভর্তি হয়েছিলেন এক সময়ে, সেই জিমন্যাস্টিক্সেই বাংলা ও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন এরকম আশা করেননি। তাঁর বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরে মগরাজপুর গ্রামে। মেচেদা স্টেশনে নেমে সেখান থেকে বাসে ১ ঘন্টা বাড়ি পৌঁছতে সময় লাগে। হাওড়া ব্যাতোড় ব্যায়াম সমিতি ক্লাবে প্র্যাকটিস করার জন্য একসময় এখানে ভাড়া বাড়িতে থাকতে হতো। এই ক্লাবে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই চোখে পড়েন সাই কোচ ও কর্মকর্তাদের সল্টলেক সাইতে সুযোগ আসে। সেখানে কোচ জয়প্রকাশ চক্রবর্তীর কাছে অনুশীলন করেন। ২০১০ সালে অনূর্দ্ধ ১২ চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত রাজ্য জিমন্যাস্টিক্সে সাব–জুনিয়র বিভাগে বিম এবং ফ্লোরে গোল্ড ও দলগতভাবে বাংলা দল প্রথম হয়ে

সোনা পায়। ওই একই বছরে মুম্বইয়ে স্কুল ন্যাশানাল গেমসে দলগতভাবে রুপো পায়। এরপর ২০১৩ সালে কেরালায় জাতীয় গেমসে বিমে সোনা পায়। ও বাংলাদল প্রথম হয়। এখানে ভাল পারফরম্যান্স করার জন্য রাহিকে নগদ ৫ হাজার টাকা দেন কেরালা কর্তৃপক্ষ। ২০১৬–তে অনূর্দ্ধ ১৯ স্কুল ন্যাশানাল গেমস হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাহি মণ্ডল বিমে তৃতীয়, ফ্লোর এক্সাসাইজে দ্বিতীয়। দলগত বিভাগে প্রথম, অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে দ্বিতীয় পজিশন হয়। এখানে সে কি ত্রিমুকুট অর্জন করেন। ২০১৫তে উত্তর চব্বিশ পরগনার বেলঘরিয়াতে সারা বাংলা জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় বিমে দ্বিতীয় ও টেবিল ভোল্টে দ্বিতীয় এবং দলগতভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

২০১৮ ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা ইউনির্ভাসিটি হয়ে অল ইন্ডিয়া ইউনির্ভাসিটি কুরুক্ষেত্র হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত বিমে গোল্ড ও দলগতভাবে দ্বিতীয় হয়। ওই বছর মোহালির চণ্ডীগড়ে সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে বিমে দ্বিতীয় ও দলগতভাবে প্রথম হয়। রাহির বাবা স্বপন কুমার মণ্ডল উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুল শিক্ষক। মা মিতালী মণ্ডল গৃহবধূ। সে কলকাতা গড়িয়া লেকমলের কাছে চারুচন্দ্র কলেজে বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তবে জিমন্যাস্টিকসের জন্য কলেজে যাওয়া হয় না। বর্তমানে তাঁর সাইকোচ শম্পা সাহিনী। দীপা কর্মকারকে আদর্শ করে সামনে এগোতে চাইছেন তিনি।

এরমধ্যেই ১০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। রাহির প্রিয় ইভেন্ট ব্যালান্স বিম, ২০১৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 'খেলো ইন্ডিয়া' দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে অংশ গ্রহণ করবার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে। এছাড়া কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমসে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেলে নিজেকে একবার প্রমাণ করতে চান রাহি। রাহির প্রতিভা নিশ্চয় আছে। তবে সে মোহনবাগানের ভক্ত। তাই বাগানের আইলিগের খেলা গ্যালারিতে বসে দেখতে ইচ্ছুক।

ক্যানিংয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমায় কোনও সুইমিং পুল না থাকার জন্য হারিয়ে যেতে বসেছিল উদীয়মান সাঁতারুরা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর একান্ত সহযোগিতায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহকারী সভাপতি শৈবাল লাহিড়ীর এবং বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলের প্রচেষ্টায় গত ২০১৭ সালে ক্যানিংয়ে গড়ে উঠে সুইমিং পুল।

গত মঙ্গলবার সকালে ক্যানিংয়ের সেই জাতীয় মানের

সুইমিং পুলে শুরু হল জেলা স্কুল সাঁতার প্রতিযোগিতা।

এদিন সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ক্যানিংয়ের বিডিও নীলাদ্রি শেখর দে। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ প্রাক্তন সাঁতারুরা।

ক্যানিং মহকুমা সুইমিং পুলে এদিনের প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় ১৩২ সাঁতারু অংশগ্রহণ করে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com